পত্রামৃত

(জনৈক গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তকে লিখিত
বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর পত্রাবলী)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীগৌররায় গোস্বামী
কর্তৃক সম্পাদিত
এবং
শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
কর্তৃক পুনর্মার্জিত

শ্রীগৌরকিশোর-শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর
নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

২৪

পত্রামৃত

[জনৈক গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তকে লিখিত
বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর পত্রাবলী]

শ্রীগৌররায় গোস্বামী
কর্তৃক সম্পাদিত
এবং
শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
কর্তৃক পুনর্মার্জিত

শ্রীগৌরকিশোর-শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর
নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

PATRAMRITA

(Collection of some letters written by a great Vaishnava Saint Srimat Kanupriya Goswami)

প্রকাশক

শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী

শ্রীগৌরকিশোর-শান্তিকুঞ্জ

প্রাচীন মায়াপুর

নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রকাশকাল ঃ পৌষ, ১৪১৬ (জানুয়ারী, ২০১০)

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীগৌরকিশোর-শান্তিকুঞ্জ

প্রাচীন মায়াপুর

নবদ্বীপ, নদীয়া

মূল্য ঃ লৌল্যমেকলং

অক্ষরবিন্যাস

বীণাপানি লেজার প্রিণ্ট, কলকাতা-৭০০ ১১৪

মুদ্রণ

অভিনব মুদ্রণী

কলকাতা-৬

নিবেদন

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী বৈষ্ণব জগতের এক সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যাতা। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুগভীর ভজনানুভব দ্বারা গোস্বামিগ্রন্থের তিনি যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন, তা তুলনারহিত। অপূর্ব ব্যাখ্যান-কৌশলে গোস্বামিগ্রন্থের অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি সমুদ্ধার করেছেন। তাঁর রচিত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম', 'শ্রীনামচিন্তামণি' (তিন খণ্ড), 'ভক্তিরহস্যকণিকা', 'রাগভক্তিরহস্যদীপিকা', 'বৈজয়ন্তী প্রবন্ধাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী বিরচিত পত্রাবলীও বড় সুন্দর সুমধুর—ভজনার্থীগণের নিকট অমৃতস্বরূপ। প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট ভাষায় বৈষ্ণবীয় ভজনজগতের বিভিন্ন বিষয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি। ভক্তপ্রবর শ্রীমঙ্গলচন্দ্র সাহাকে লিখিত তাঁর পনেরটি পত্র বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। ৫১৩ চৈতন্যাব্দে (১৯৯৯ খৃঃ) শ্রীগৌররায় গোস্বামী কর্তৃক গ্রন্থটি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বর্তমানে নিঃশেষিত। প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীগৌরকিশোর-শান্তিকুঞ্জ আশ্রমের (প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ) বর্তমান অধ্যক্ষ বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাত্মা পরম পূজ্যপাদ গুরুবর শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামীর আন্তরিক আগ্রহে গ্রন্থটি পুনর্মার্জিত এবং পুনর্মুদ্রিত হ'ল। উল্লেখ্য, পুনর্মার্জনকালে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে—'পত্রামৃত'।

পাঠকবৃন্দ এই পত্রাবলী পাঠ করে পরিতৃপ্তি লাভ করলে এ প্রয়াস সার্থক হবে।

পৌষ, ১৪১৬ (জানুয়ারী, ২০১০)

কৃপাপ্রার্থী
মিহিরকুমার রায়

।। শ্রীশ্রীগৌররায়হরি ।।

প্রাক্‌কথন

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে এক স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে অনুগত এক ভক্তজনকে লিখিত প্রভুপাদের মাত্র পনেরটি পত্র উক্ত ভক্তজনের পারিবারিক সূত্রে আমার হস্তগত হয়। লক্ষনীয় বিষয়, এই ১৫টি পত্র দীর্ঘ প্রায় ১৫ বৎসরে লেখা অর্থাৎ বৎসরে মাত্র ১টি পত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর সেই প্রিয় ভক্ত উভয়েই দীর্ঘদিন হইল নিত্যধামগত। তথাপি এই পত্রগুলির গুরুত্ব কিছু কমে নাই।

বিশেষতঃ বর্তমান কলির প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যে, মানুষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন অমানিশার অন্ধকারে এক ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিমজ্জিত। প্রবল উদ্বেগ, অশান্তি, ঈর্ষা, দ্বন্দ, সন্দেহ, স্বার্থপরতা, অরাজকতা ও নিরাপত্তাহীনতার বিষবাষ্পে সাধারণ জনজীবন সমাচ্ছন্ন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, মানুষের নৈতিক চরিত্রের চূড়ান্ত অবনতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতার চরম অবক্ষয়, অপরিমিত ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিকর ভোগলালসার জন্য এই উন্মত্ত অবস্থা, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ধর্মহীনতা ও মানবিক সুকুমার বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ ত্যাগ ও উপেক্ষারই ফল। ইহাকেই বোধহয় অমোঘ যুগপ্রভাব বলে।

মানুষের আচরিত ধর্মই—তাহাকে উক্ত দুঃসহ দুর্দৈব থেকে শুধু রক্ষাই করে না ; রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া, তাহাকে পরম প্রশান্তি ও অন্তে অমৃতত্ব দান

করে। এই ধর্ম মূলতঃ (১) নৈতিক ও (২) সাধনমূলক ভেদে দ্বিবিধ।

যাঁহার নৈতিক ধর্মের ভিত্তিভূমি যত গভীর, তাঁহার সুমহান দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ সাধনমূলক ধর্মের পরম মনোমুগ্ধকর সৌধটিও ততই ঊর্দ্ধোন্নত। অধর্মবন্ধু কলির প্রভাবে প্রায় সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, এমন কি ধর্মক্ষেত্রেও পরমার্থের পরিবর্তে অর্থেরই প্রবল অনর্থকারিতা—এই উভয় ধর্মেরই প্রকৃষ্ট উন্মেষের অন্তরায়।

তাই শিশুকাল থেকে এ জগৎ ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের মঙ্গলময় জীবনচর্যায় ও ধর্মাচরণে আদর্শ আচার্যের প্রয়োজনীয়তা বা ভূমিকা অনস্বীকার্য। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্র ও শিক্ষকদের ক্রমপরিবর্তন ঘটে। কিম্বা ব্যবহারিক গুরু হইতে আরম্ভ হইলেও পরিশেষে কোন সৌভাগ্যোদয়ে কোন মহৎজন পারমার্থিক গুরুরূপে বৃত হন। ব্যবহারিক গুরুসকল মানুষের ইহ-জীবনের উন্নতির সহায়ক হইলেও, তাহার অনন্ত জীবনে অমৃতলোকের সন্ধান দিতে এবং জনমমরণরূপ সংসারসমুদ্র উত্তরণের কর্ণধার হইলেন পারমার্থিক শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুদেব। যাঁহাদের সাহচর্য, আচরণ, শিক্ষা, সদুপোদেশ, কৃপা ও স্নেহ এই ঘোর সংসার আবর্ত থেকে উদ্ধারলাভের একমাত্র অবলম্বন।

প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের এক বিরল আদর্শের আচার্য ও সিদ্ধ মহাত্মা। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্মের এক মুখ্য সাধন শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তনের তত্ত্ব ও ভক্তিসাধন বিষয়ে তাঁহার অমূল্য শিক্ষা ও আচরিত সাধনাদর্শ বহু প্রবৃত্ত ভক্তের জীবাতুস্বরূপ ছিল। প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার সাধন ও অনুভবলব্ধ বিষয় অবলম্বনে লিখিত গ্রন্থগুলি ভজন-জগতের সাধকবৃন্দের পক্ষে প্রকৃষ্ট ভক্তিপথের দিশারীস্বরূপ।

মেরুদেশে যেমন গগনে সূর্য্যের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ব্যতিরেকেও মেরুজ্যোতি আলোক দান করে। প্রভুপাদের অপ্রকটে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থগুলিও তদ্রূপ সাধনক্ষেত্রের একান্ত অপরিহার্য ও পরম আস্বাদনীয় বস্তুরূপে বিদ্যমান আছেন। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তাধারা, বক্তব্য, অভিজ্ঞতা ও উপদেশাবলীর সাক্ষর থাকিলেও—তাঁহার ব্যক্তিজীবনের কোন চিত্র, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনচর্য্যার, ব্যক্তিগত সমস্যার নিরসনে সহজ-সরল প্রাসঙ্গিক উপদেশদানের পদ্ধতি প্রভৃতির প্রাঞ্জল উপস্থিতি পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে যেমন ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ নিদর্শনগ্রন্থ-মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বৃহৎ পটভূমিকায় সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থ লিখিত হয়, কিন্তু পত্র অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

প্রভুপাদের বিগত বাৎসরিক স্মরণসভায় (শ্রাবণী কৃষ্ণা নবমী, ১৪০৫ সাল) ঐ সকল পত্রের অংশবিশেষ পাঠ করা হইয়াছিল। ইহা সমাগত ভক্ত-সুধীবৃন্দের পরম আস্বাদনীয় হওয়ায়, নমুনাস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশের আগ্রহ দেখা যায়। ইহা পাঠকবৃন্দের ভজনপথে উৎসাহ বর্দ্ধনের সহায়ক হইলে, প্রভুপাদের অগণিত অনুরাগী ভক্তবৃন্দের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা থাকিবে এই যে—তাঁহাদের নিকট যে-সব পত্রাবলী আছে, তাঁহারা যদি কৃপাপূর্বক সেইগুলির অনুলিপি কিম্বা জেরক্স কপি বা পত্রগুলি আমাদের নিম্নলিখিত আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে উক্ত পত্রাবলীর একটি পরিবর্দ্ধিত স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হইতে পারি। অবশ্য এ সকল আশার পূর্তি একমাত্র কৃপাময় শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃপা, প্রভুপাদের আশীর্বাদ ও ভক্তগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাসাপেক্ষ।

দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ ব্যক্তিগণ যেমন এককালে বৃহদাকার হস্তির

দেহের যে যে অংশে হস্তাবলেপে অনুভব দ্বারা ধারণা করেন, তাহা আংশিক হইলেও মিথ্যা নয়। বাস্তবে হস্তী ঐ সমগ্র দর্শনের সমাহার-মাত্র—তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ ভজনহীন বিষয়সেবী আমাদের মত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রভুপাদের কৃপার দানস্বরূপ পত্রগুলি সংকলন করা যাইলে তাহার মধ্য দিয়া প্রভুপাদের দীর্ঘ জীবনের সাধনাভিনিবেশ, লোকব্যবহার, ভক্তাচার্যস্বরূপতা ও মহতী জীবনচর্যার একটি পরিপূর্ণ চিত্র চিত্তপটে গড়িয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে। যাহা এই ধর্মসঙ্কটের দিনে আদর্শ ও দৃষ্টান্তের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া বহু সাধকের একান্ত অবলম্বন রূপে সার্থকতাকে বরণ করিতে পারে।

এই পুস্তিকার শেষে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাপনার্থে সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয়লিপি সংযোজিত হইয়াছে। এই সংকলনটি প্রকাশনার্থে, উক্ত ভক্ত পরিবারের আন্তরিক উৎসাহ, আগ্রহ, সহযোগিতা ও আনুকূল্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে—এ-কারণে পরিবারস্থ সকলের পারমার্থিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীণ কুশল শ্রীশ্রীগৌররায়জীউচরণে সর্বতোভাবে প্রার্থনা করি। ভক্তজনও ইঁহাদের যথোচিত আশীর্বাদ করুন এই নিবেদন।

শ্রীগৌরাব্দ—৫১৩
রাসপূর্ণিমা
১৪০৫ সাল

ইতি
ভক্তকৃপালবপ্রার্থী
শ্রীগৌররায় গোস্বামী
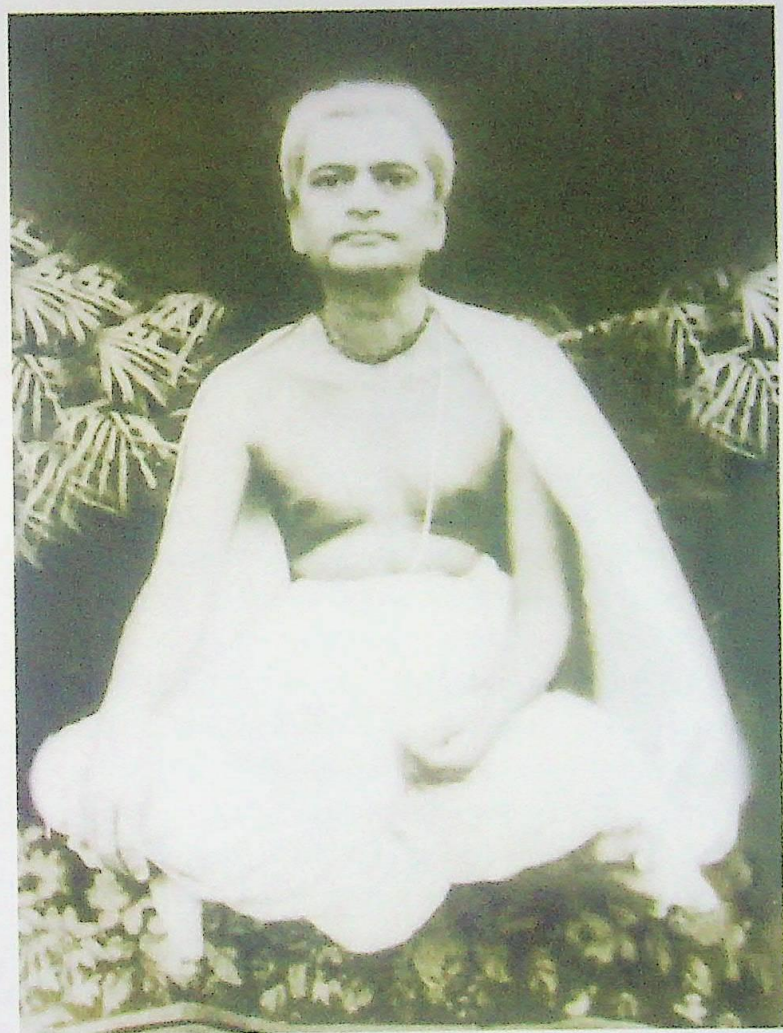
নামবিজ্ঞানাচার্য

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

পত্রাবলী

(১)

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৬২

সবহুমান নিবেদন,

মহাশয়, ভজনঘাটের ঠিকানায় আমার নামে লিখিত আপনার একখানি পত্র বহুদিন ঘুরিয়া অবশেষে অদ্য কয়েকদিন হইল আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি বহু বৎসর গ্রাম ছাড়া, সুতরাং পত্রখানা আমার নিকট না পৌঁছাইবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল। তথাপি যেভাবেই হউক, উহা যখন পৌঁছাইয়াছে, ইহার মধ্যে মঙ্গলময় শ্রীভগবানেরই কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য থাকিতে পারে—মনে হয়। আমার শিষ্য মদনমোহনের নিকট হইতে আমার ঠিকানা জানিয়া লইলেই সুবিধা হইত। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে আমি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও একটি পল্লীগ্রামে—গঙ্গার তীরে, একটি নির্জ্জন ভবনে অবস্থান করিয়া জীবনের এই সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ পারের কড়ির সংস্থান করিবার জন্যই নিযুক্ত আছি। এ অবস্থায় জনসমাজের সহিত বা বহির্জগতের সহিত আমার বিশেষ কোন সংযোগ নাই। পত্রাদি আদান-প্রদান, কাহারও সহিত তো একপ্রকার অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ভজনসাধন বিষয়ের আলোচনা, হয় বাচনিক, না হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ ব্যতীত পত্র দ্বারা

প্রকাশ করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, তাহার উপর ধর্ম উপদেশ করিবার যোগ্যতা আমার খুবই অল্প, এমত অবস্থায় আমার দ্বারা আপনার পত্রের উদ্দেশ্য যে সুসিদ্ধ হইবে—এরূপ আশা করিতে পারি না। তথাপি হরিভজন বিষয়ে আপনার পিপাসা ও আগ্রহাতিশয্য অনুভব করিয়াই এই পত্রখানি আপনাকে লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে শ্রীনামের ভজন সম্বন্ধে যথামতি কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল, ইহা হইতে যেটুকু উপলব্ধি করিতে পারেন, তদধিক বর্ত্তমানে আমার পক্ষে আর কিছু লিখিবার বা জানাইবার সামর্থ্য নাই জানিবেন। শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের নাম ও গুণ সম্বন্ধে লোকমুখে কিছু শ্রবণ করিয়াছি। তাহাতে আমার বিশ্বাস এই যে অধিক কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে তিনিই আপনার সকল প্রশ্নের সুসমাধান করিয়া দিবেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

শাস্ত্রে জপের নিম্নোক্ত বিধিনিষেধই দৃষ্ট হইয়া থাকে—

শনৈঃ শনৈঃ সুচিস্পষ্ট ন দ্রুত ন বিলম্বিতং।
ন ন্যূনং নাধিকং বাপি জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিনং।।

অর্থাৎ শনৈঃ শনৈঃ সুচিস্পষ্ট, খুব দ্রুতভাবেও নহে, খুব বিলম্ব করিয়াও নহে—নির্দিষ্ট সংখ্যার কমও নহে কিম্বা অধিকও নহে, দিবসের মধ্যাহ্ন (১২ টার) কালের মধ্যেই—এইভাবে জপ শেষ করা কর্তব্য।

তন্মধ্যে জপ দুই প্রকার হইতে পারে।

১) মন্ত্রাদি জপ ও ২) মহামন্ত্র জপ। উক্ত সমস্ত বিধিনিষেধ মন্ত্রাদি (দীক্ষা বা বীজমন্ত্রাদি) জপেই সকলগুলিই পালনীয়। কিন্তু **মহামন্ত্র শ্রীহরেকৃষ্ণাদি নামজপে কেবল ‘‘ন ন্যূনং নাধিকং বাপি’’—অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যার কম বা বেশী না হয়—ইহাই মাত্র**

লক্ষ্য রাখিলেই চলিতে পারে। অন্য বিধিনিষেধগুলির বিশেষ অপেক্ষা নাই। **যেহেতু মহামন্ত্রের প্রভাব সকল মন্ত্রের উপর।** মন্ত্রাদি জপে দেশ, কাল, পাত্রাদির নিয়ম আছে, কিন্তু মহামন্ত্রে "খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

কলিযুগের যুগধর্ম্মই হইতেছেন—তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণাদি নাম। ইহাই "মহামন্ত্র"। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া মালায় বা করে জপ করিতে হয়। **প্রত্যহ ২৪ ঘন্টা বা ৮ প্রহরের মধ্যে এক লক্ষ নাম জপ করাই মহামন্ত্র জপের পূর্ণসংখ্যা।** শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেও এই সংখ্যাই গ্রহণ করিতেন। অবশ্য কাহারও কাহারও নির্ধারিত সংখ্যা অধিকও হইতে পারে। তবে যাহার যাহা সংকল্পিত বা নির্ধারিত সংখ্যা, প্রত্যহ তাহার কম বা অধিক না হয়—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অন্য কোন বিধিনিষেধ নাই। অনেকে লক্ষনাম ১৬ গ্রন্থি একসঙ্গে গ্রহণ অর্থাৎ জপ করিতে না পারিলে ক্রমশঃ ৪ গ্রন্থি হইতে সংখ্যা বাড়াইয়া ৮,১২,১৬, এইরূপে লক্ষনাম গ্রহণে অভ্যস্থ হয়েন। তবে যে সংখ্যা যাঁহার নির্দ্ধারিত, তাহার কম বা বেশী না হয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যাইবার পরেও যদি কাহারও নাম (মহামন্ত্র) গ্রহণের ইচ্ছা হয়—তখন তিনি সংখ্যা না রাখিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা উহা গ্রহণ করিতে পারেন, উহা জপ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। তবে শ্রীনাম যেভাবেই হউক—(জপ, গ্রহণ, কীর্ত্তন বা শ্রবণ) সকলরূপেই মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল প্রদান করেন না। তবে জপ করিতে হইলে কেবল মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া গ্রহণ করার নামই জপ। অসংখ্যাত গ্রহণ "জপ" নামে কোনপ্রকারেই অভিহিত হইতে পারে না।

একমাত্র "নামাপরাধ" ভিন্ন অপর কোন অবস্থাতেই নামের ফল অপ্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। চিত্তশুদ্ধি (অর্থাৎ

বিষয়বাসনাদিক্লিষ্ট সচঞ্চল মনোবৃত্তির শোধন) হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণসেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন পর্য্যন্ত শ্রীনাম হইতে সমস্ত মঙ্গলই লাভ করা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত "চেতদর্পণাদি" শিক্ষাশ্লোক দ্রষ্টব্য।

নামের ফল—"আদৌশ্রদ্ধাদি" হইতে প্রেমোদয় পর্য্যন্ত। নাম গ্রহণ করিয়াও যথাক্রমে ফলোদয় হইতে না দেখিলে, জানিতে হইবে কোনপ্রকারে "নামাপরাধ" ঘটিতেছে। দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে উক্ত গোস্বামিপ্রভু কিম্বা অন্য সুবিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জানিয়া লইবেন। শ্রীনাম অপেক্ষা চিত্তকে স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর সাধন নাই। উহাতে যদি চিত্তচাঞ্চল্য না যায়, তবে নামাপরাধ ঘটিতেছে—ইহাই অনুমান করিতে হইবে। নামাপরাধসকল জানা থাকিলে সহজেই প্রতিকার করা সম্ভব হইতে পারে।

দশটি নামাপরাধের মধ্যে একটি বিশেষ অপরাধ হইতেছে এই যে—"অন্য শুভক্রিয়ার সহিত শ্রীনামের তুল্যত্ব চিন্তন।" অর্থাৎ যে কোন শুভ অনুষ্ঠান হউক, তন্মধ্যে নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নাম হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন শুভানুষ্ঠান নাই। যদি অন্য কোন শুভ কর্ম্মকে নামের সমান বা নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নামগ্রহণাদি করা যায় তাহা হইলে নামাপরাধ ঘটে। এমন কি যে ভক্তি সকল শুভক্রিয়াদির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই ভক্তির অপরাপর অঙ্গসকলের মধ্যেও শ্রীনামকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ধর্মাদি হইতে শ্রীনামের শ্রেষ্ঠত্বের তো কথাই নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন।।"

অতএব, বিশেষতঃ এই কলিযুগে নামের সমান কোন সাধন-

ভজন নাই—ইহা মনে রাখিয়া নাম গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ নামাপরাধ হইবার কথা। আর নামাপরাধ ঘটিলে নামের ফল উপলব্ধি হইবে না।

শ্রীনাম যে ভক্তির অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেবল তাহাই নহে, **শ্রীনামই সমস্ত সাধন ও সাধ্য ভক্তির অঙ্গীস্বরূপ। এবং সমস্ত সাধনাদি ভক্তি নামেরই অঙ্গ।** বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলের বিকাশ হয় ; উহারা যেমন এক কারণরূপ বীজেরই কার্য্য ব্যতীত অপর কিছুই নহে, সেইরূপ এই যুগে একমাত্র শ্রীনামই সমস্ত সাধন ও সাধ্য ভক্তির কারণ বা বীজস্বরূপ ; আর প্রেমোদয় পর্য্যন্ত সমস্তই একমাত্র নামেরই কার্য্য জানিতে হইবে। শ্রীনাম যদি প্রসন্ন থাকেন,—নামাপরাধ যদি না ঘটে, তাহা হইলে একমাত্র নাম হইতেই যথাক্রমে শ্রদ্ধাদি হইতে প্রেম পর্য্যন্ত কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসকল প্রেম লাভের উপায় ; কিন্তু শ্রীনাম হইতেছেন "পরম উপায়"। "হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।।" অতএব এই পরম উপায়কে, উপায়সকলের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া নাম লইলে নামাপরাধ হয়। তাহা হইলে নামের ফল উপলব্ধি হয় না।

মোট কথা—একমাত্র শ্রীনামকেই সমস্ত সাধনভজনের বীজ বা কারণরূপে জানিয়া নাম গ্রহণ করিলে, তাহাকে "নামাশ্রয়" করা বলে। নামাশ্রয়ী হইতে পারিলে আশ্রিতকে শ্রীনাম অন্য সকল অপরাধাদি হইতে রক্ষা করেন, আর "নামও ভক্তির অপর অঙ্গের ন্যায় একটি ভক্তির অঙ্গ" এইরূপে সমতা চিন্তা করিয়া নাম লইলে উহাকে "নামগ্রাহী" কহে। নামগ্রাহীকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দশবিধ অপরাধ হইতে বাঁচিয়া চলিতে হয়। কিন্তু নামাশ্রয়ীকে শ্রীনামই অন্য

অপরাধ হইতে বাঁচাইয়া থাকেন। ইহাই বুঝিয়া সকলেরই একমাত্র নামাশ্রয়ী হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইতে পারিলে নামের ফল অবশ্যই উপলব্ধি হইবে।

কোনপ্রকারে অতি সংক্ষেপে এই কথা-কয়টী আপনাকে লিখিয়া জানাইলাম। ইহা দ্বারা যদি কিছু আপনার ভজনের অনুকূলতা হয় এই আশায়। নচেৎ এ সম্বন্ধে বা অপর কোন বিষয়ে পত্রালাপ্ করা সম্ভব নহে। সেজন্য দুঃখিত ও ইহার জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(২)

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।।

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬২

পরমশুভাস্পদেষু,

আপনার দুইখানা পত্রই যথাসময়ে পাইয়াছি। ভজনপথে অগ্রসর হইবার জন্য আপনার অন্তরের যথার্থ পিপাসা ও চেষ্টা যখন প্রকাশ পাইয়াছে, তখন যেভাবেই হউক শ্রীভগবৎকৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মের জন্য প্রকৃষ্ট লালসা জাগিলে, যেভাবেই হউক ভগবৎপ্রাপ্তি অনিবার্য্য জানিবেন। তবে সেই লালসার আন্তরিক অভিব্যক্তিই কোনও এক অতিভাগ্যসাপেক্ষ, আপনার হৃদয়ে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্ততঃ কথঞ্চিৎও যে লালসার

প্রকাশ পাইয়াছে, তখন কাহারও বা কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া উহা লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আশাকরি। একমাত্র শ্রীহরিনামকেই সর্ব্বোত্তম ও পরম উপায় বোধে সর্ব্বক্ষণ ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলেই শ্রীনামের কৃপায় ভজনের যাহা কিছু প্রয়োজন ও অনুকূলতা সমস্তই লাভ করা যাইবে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে আপনাকে কিছু বিদিত করাইয়াছি। অধিক বা নূতন কিছু বলিবার নাই। পত্রের দ্বারা পরমার্থ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নহে এবং যদি কথঞ্চিৎও সম্ভব হয়, বর্ত্তমানে আমার পক্ষে একান্ত সময়াভাবে তদ্বিষয়ে অসমর্থতার জন্য বিশেষ দুঃখিত। আপনার সুবিধা ও সুযোগমত যদি ভবিষ্যতে কখনও এদিকে আসিতে পারেন তবে বাচনিক এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কেবল নামগ্রাহী না হইয়া নামাশ্রয়ী হইতে পারিলেই যথাক্রমে ও যথাকালে অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

শ্রীমহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করি, আপনার শ্রীহরিভজনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা তিনি কৃপাপূর্ব্বক পূর্ণ করুন। বর্ত্তমানে আমি কলিকাতার নিকট একটি নির্জ্জন স্থানে আছি। শরীর বিশেষ সুস্থ নহে। কলিকাতার ঠিকানায় পত্রাদি আমি পাইয়া থাকি।

বিনীত

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(৩)

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।।

৭ই পৌষ, ১৩৬২

পরমশুভাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া ও ভজনরীতি অবগত হইয়া সুখী হইলাম। শ্রীহরিভজন নির্দ্দোষভাবেই হইতেছে মনে করি। তবে শ্রীনাম জপ, পূর্ণসংখ্যায় যাহাতে উপনীত হইতে পারেন (অর্থাৎ প্রত্যহ ১ লক্ষ নাম যাহাতে জপ হয়েন) সে বিষয়ে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। অবশ্য ক্রমে উক্ত সংখ্যায় উপনীত হওয়াই ভাল। সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহা আবার কার্য্যগতিকে হ্রাস করা উচিৎ নহে। ইহা বুঝিয়া তদনুসারে ক্রমশঃ কিছু কিছু বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক রাখিয়া পূর্ণ সংখ্যায় উপনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে—এই কলিযুগে প্রত্যেক সাধক বা ভজনশীল ব্যক্তিরই শ্রীহরিনামই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠই নহেন, একমাত্র সাধন—এই বোধটি সর্ব্বদা হৃদয়ে উদিত থাকা আবশ্যক। যেমন শ্রীভক্তিগ্রন্থপাঠ, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, প্রসাদগ্রহণ, সাধুসঙ্গাদি অপরাপর ভজনাঙ্গসকল ভজনীয় হয়েন, সেইরূপ শ্রীনামজপকীর্ত্তনাদিও একটি ভজনের অঙ্গ,—এইরূপ বোধ থাকা একটি বিশেষ নামাপরাধ, কোনরূপ নামাপরাধযুক্ত হইয়া ভজন করিলে ভজনের ফল সহজে অনুভূত হয়েন না। অপর কোন শুভক্রিয়া, এমনকি অপর কোনও ভজনাঙ্গের সহিতও শ্রীনামের সমতাচিন্তন একটি নামাপরাধ। অতএব শ্রীনামের সমান বা নাম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোন সাধন-ভজন নাই এবং অপরাপর যাহা কিছু ভজনের অঙ্গ তৎসমুদয়ই শ্রীনাম হইতেই উদ্‌গম বা বিকাশ

হইয়া থাকেন। অতএব ইহা একমাত্র শ্রীনামেরই কার্য্য এবং নামই সমস্ত ভজন-সাধনের মূল বা কারণ, এই ধারণাটি বিশেষভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল না থাকিলে—নামকে অপর ভজনাঙ্গের সহিত সমতা চিন্তা করিলে—ইহা নামাপরাধরূপে সমস্ত ভজনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া থাকে ও পরিশেষে আবার বিষয়বাসনাদি জাগাইয়া, ভজনবাসনা ক্রমশঃ শিথিল করিয়া দেয়। বীজ হইতেই যেমন পত্র, পুষ্প, ফলের বিকাশ হয়, উহার একমাত্র কারণস্বরূপ যেমন বীজেরই কার্য্য, তেমন এই যুগে শ্রীনামই সকল ভজন-সাধনের "অঙ্গী" বা বীজস্বরূপ ; নাম হইতেই সমস্ত ভজনের উদ্‌গম হইয়া থাকে। অতএব নামই সমস্ত ভজনকার্য্যের কারণস্বরূপ হইতেছেন। একমাত্র নামকেই প্রসন্ন রাখিতে পারিলে ভজনপথের সমস্ত আনুকূল্য সহজ ও আপনিই উদয় হইয়া থাকে,—এই কথাটি প্রত্যেক ভজনশীল ব্যক্তির বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই দিকটি ঠিক রাখিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিলেই আর কোনও প্রতিকূলতার সন্মুখীন হইতে হয় না ; মঙ্গল হইতে মঙ্গলতর পথে সাধক অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই ; কিন্তু এই দিকটা ভুল হইলে, "অঙ্গী নামকে" অঙ্গরূপে মনে করিলে, সেই দিক্‌ভ্রমের ফলে বহু অনর্থ সংগঠিত হইয়া ভজনপথে গুরুতর বিঘ্ন ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা হয়। আমি কেবল উক্ত বিষয়টির প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন নিজেই সমস্ত বুঝিয়া চলিতে পারিবেন বা অপরকেও অনেক বিষয়ই বুঝাইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান যুগে—ভজনপথের যেটী প্রধান ও প্রথম সমস্যা, তাহাই অল্পাক্ষরে বিদিত করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া তদ্বিষয়েই কিছু লিখিলাম। ইহা ছাড়া অপর কোন বিষয় আমার জানাইবার নাই।

সুতরাং আশাকরি, আমার দ্বারা যদি ভজনপথের কিছু উপকার হইতে পারে আশা করেন, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে এই একটি কথাই (যাহা পত্রে উক্ত হইল) অবগত হইয়া ও উহা নিজে ঠিকমত উপলব্ধি করিয়া, তদনুসারে ভজন করুন। ইহা ব্যতীত আমার আর কিছু বক্তব্য না থাকায়, এ বিষয়ে আর অধিক পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। অতএব এ সম্বন্ধে যাহা সঙ্গত বিবেচনা করেন, অতঃপর তাহাই করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করি—তিনি আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল বিধান করুন।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(৪)

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৩

অশেষশুভাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া ও শ্রীভগবৎকৃপায় নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছানোর সংবাদ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার নিকট হইতে আপনার আর নূতন কিছু জানিবার বা পাইবার বিষয় নাই। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনার পক্ষে যাহা কিছু হিতকর ও প্রয়োজন মনে হইয়াছে, আপনাকে তৎসমুদয়ই জানাইয়াছি। ইহার পর আমার আর কিছুই বক্তব্য না থাকায় পত্রাদি লিখিবারও প্রয়োজন থাকিতেছে না। যদি

উহাতে আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে অপর কোন কিছুর জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিয়া একান্তভাবে নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয় করিয়া যথানিয়মে নিজ ভজন করিতে থাকুন। যদি নামাশ্রয় ঠিক হইয়া থাকে, তবে উহার শুভফল অবশ্যম্ভাবী জানিবেন। ইহা ব্যতীত কলিকালে ত্রিসত্য অপর কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় নাই। আশাকরি, জীবনে কোন একদিন আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইবার সংবাদ জানিয়া আনন্দিত হইতে পারিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার সাধনার সহায় হউন—ইহাই প্রার্থনা করি, আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি, ইহার পর আশা করি আপনার অভীষ্টপূর্ণের সংবাদ ব্যতীত অপর কোন পত্র পাইব না।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(৫)

শ্রীগৌরহরি

কলিকাতা
১৯ ফাল্গুন, ১৩৬৩

ভজনপরায়ণেষু,

আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম, আপনি পরমার্থ বস্তু লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ও চেষ্টাশীল, ইহা অনুভব করিয়া আঁপনার প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিন দিন বর্ধিতই হইতেছে জানিবেন, তবে পরমার্থ সম্বন্ধ স্থলে ব্যবহারিক বা আর্থিক বিষয়ের সংমিশ্রণ দ্বারা উহার প্রভাব ও বিশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। এইহেতু আপনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সরলতার সহিত প্রেরণ

করিলেও আমি আপনার পূর্ব্বপ্রেরিত অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া উহা দুঃখের সহিত ফেরৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম জানিবেন। আপনি পুনরায় সেইভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত আশু (পণ্ডিতের) সাহার নিকট আমার জন্য বস্ত্রাদি পাঠাইয়াছেন জানিয়া, আমি উক্ত কারণেই পুনরায় বিশেষ অসুবিধা ও বিব্রত মনে করিতেছি, যদি উহা তথা হইতে ফেরৎ লইবার পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকে, তবে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেই আমি অধিকতর সুখী হইব—জানিবেন। তবে উহাতে যদি আপনার অসুবিধা কিম্বা মনঃকষ্টের কারণ ঘটে তাহা হইলে অবশ্য বাধ্য হইয়াই আমাকে উহা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহাই ঘটে তবে এইরূপ শর্ত্তে উহা লইতে পারি যে ভবিষ্যতে আপনি আর কখনও এরূপ চেষ্টা করিবেন না।

আপনার ভজনসাধন বিষয়ে আমার যাহা কিছু বক্তব্য তৎসমস্তই আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। নূতন কথা বা নূতন করিয়া আমার বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। সুতরাং ইহার জন্য পত্রের আদান-প্রদান অনাবশ্যক হইতেছে। সেই এক পুরান কথাই পুনরায় বলিতেছি এই যে—একমাত্র শ্রীনাম হইতেই যত কিছু কল্যাণ সমস্তই যথাক্রমে লাভ হইতে পারে—যদি নামাশ্রয় করা যায়। আশ্রয় শব্দের অর্থ—একান্তভাবে অবলম্বন। ইহাতে হইতেছে না, আর কোন উপায় অবলম্বন করিয়া দেখি—এইরূপ ভাবকে একান্ত বা একাশ্রয় বলা যায় না। আর কিছু পাই বা না পাই, আর কিছু হউক বা না হউক,—হে নাম! তুমি ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নাই,—এইরূপ বিশ্বাসের সহিত হৃদয় বাঁধিতে পারিলে, অপর যতকিছু মঙ্গল বা সাধনাঙ্গ শ্রীনামই সমস্ত ধরাইয়া দিবেন। আর নামকে উক্ত প্রকারে বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বুদ্ধি না

করিয়া, অন্য ভজনাঙ্গের সহিত সমতা চিন্তা করিলে "নামাপরাধ" ঘটে এবং সেইহেতু নামের অপ্রসন্নতাবশতঃ নাম গ্রহণ করিয়াও নামের শক্তি অনুভূত হয় না। অতএব শ্রীনামকেই কলিযুগের একমাত্র অঙ্গীভজন জানিয়া এই নামকে প্রসন্ন রাখিয়া আশ্রয় করিতে পারিলে, নাম হইতেই অপর সমস্ত ভজনাঙ্গ—সমস্ত মঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে। যদি নাম লইয়াও কোনও পারমার্থিক উন্নতি লক্ষিত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে হইবে শ্রীনামকে আশ্রয় করা হয় নাই বা অন্য কোন প্রকারে নামাপরাধ ঘটিতেছে। নামসাধনের পথে একমাত্র "নামাপরাধ" ভিন্ন অন্য কোনও বাধার সম্ভাবনা নাই।

নাম নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করিয়া, অবশিষ্ট সময় আর্ত্তি, দৈন্য ও ভাবের সহিত উচ্চ সংকীর্ত্তন করাই অধিক প্রশস্ত, তৎসহ কামিনীকাঞ্চনাদি জাগতিক ভোগ্য বস্তুসকলের গুণ চিন্তা না করিয়া সর্ব্বক্ষণ অনিত্য ও অসারাদি দোষ চিন্তা করাই সাধকগণের কর্ত্তব্য। অবশ্য নামের প্রভাবে উক্তভাব হৃদয়ে আপনিই উদিত হইলেও তৎবিষয়ে অনুকূলভাব অর্থাৎ চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই চিন্তা করিয়া আপনি যদি এই পথ গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা দ্বারাই আপনার সর্ব্বাধিক মঙ্গল লাভ হইবে, ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস। আমার নিকট ইহার অধিক আর কিছু পাইবার নাই, ইহা বিশেষভাবে জানিয়া রাখিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করি।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(৬)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
১৫ বৈশাখ, ১৩৬৭

শ্রীগৌরগোবিন্দভজনপরায়ণেষু,

আপনার দুইখানি পত্রই যথাসময়ে পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার অগ্রজ মহাশয়ের সহিত আপনার বিষয়ে কথাবার্ত্তায় আপনি ভজনানন্দে আছেন ও ভজনসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও যত্নশীল—এই কথা জানিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনার পত্রে সেই আগ্রহ ও ব্যাকুলতার প্রকাশ রহিয়াছে দেখিয়া আরও সন্তোষ লাভ করিলাম। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে—**(শ্রীভগবানের নিমিত্ত হৃদয়ে প্রকৃত ব্যাকুলতা জাগিলে, যে প্রকারেই হউক তদীয় শ্রীচরণ-সেবা প্রাপ্তি অনিবার্য্য। একমাত্র লালসাই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির মূল্য।)** পরমার্থ বিষয়ে আপনার অন্তরের এই ব্যাকুলতা—এই লালসাই যে কোনভাবে হউক আপনাকে একদিন শ্রীভগবৎ-চরণারবিন্দ-মকরন্দরস আস্বাদন করাইবেনই তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে এই ব্যাকুলতার বিরাম না হইয়া উত্তরোত্তর উদ্দীপ্ত হয়, তাহার উপায়সমুদয়ের মধ্যে এই যুগে শ্রীনামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান, "হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়"—ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। শ্রীনামরূপ বীজ হইতেই নবলক্ষণা ভক্তিলতিকার বিকাশ হয়। আপনিও সেই শ্রীনামেই অনুরাগযুক্ত হইয়া শ্রীহরিভজনে সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহা যথার্থ শুভলক্ষণ। এ বিষয়ে আমার যাহা কিছু বক্তব্য সমুদয় আমার নবপ্রকাশিত

"শ্রীভক্তিরহস্যকণিকা" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। উহাও আপনি সংগ্রহ করিয়াছেন জানিলাম। গ্রন্থে যাহা বিস্তৃতভাবে বলা যায়, পত্রে তাহা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে পত্রাদি লিখিবার এমনকি পড়িবারও একান্ত সময়াভাব। আপনার ভজনের সহায়তা করিবার পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও উক্ত কারণে সম্ভব হইতেছে না বলিয়া দুঃখিত। **(আমার গ্রন্থগুলি স্থিরভাবে চিন্তার সহিত পাঠ করিলে, আমার সমুদয় অভিপ্রায়ই অবগত হইতে পারিবেন)**। অতিরিক্ত আমার বলিবারও আর কিছু নাই। আমি সর্ব্বান্তকরণে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তাঁহার কৃপায় যেভাবেই হউক আপনার অভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়। আশাকরি আমার এই অসুবিধার জন্য কোনরূপ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। পুনরায় আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(৭)
শ্রীশ্রীগৌরহরি।।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

পরমমঙ্গলাস্পদেষু,

আপনার লিখিত পোষ্টকার্ড ও তৎপর খামের পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু প্রায় গত ২ মাস যাবৎ আমি এখানে

একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি বলিয়া, ভোর ৪টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আমার পক্ষে অপর কোনও কার্য্য করিবার কিছুমাত্র অবসর ছিল না ; এইহেতু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া দুঃখিত। গত কয়েকদিন হইতে কিছু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এখানে আমার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য শ্রীমান্ গোকুলানন্দ (আমার মধ্যম ভ্রাতা) আসিয়াছে। তাহার উপস্থিতিহেতু কিছু অবকাশ পাওয়া ও শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করায়, অদ্য এই পত্রখানি আপনাকে লিখিতে পারিলাম। অবশ্য আর কিছুদিন পরে, গোকুল চলিয়া যাইলেই, আমাকে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, আপনার পত্রের প্রধানতঃ দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া প্রথমটিতে দুঃখিত এবং দ্বিতীয়টিতে আনন্দিত হইলাম। এই বিষাদহর্ষময় পত্রের বিষাদাংশ হইতেছে—

(১) আপনার সাংসারিক অবস্থাকে অত্যন্ত সত্য মনে করা। সাংসারিক সুখ-সুবিধা অথবা দুঃখ-অশান্তি—ভক্তিপথের সাধককে তৎসমস্তই স্বপ্নবৎ মিথ্যা ও অনিত্য বোধ করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। দেহাতিরিক্ত চিন্ময় অনুচৈতন্য জীবাত্মা, স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, সুতরাং বিভুচৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—নিত্যসেবক। শ্রীকৃষ্ণালয়ে অবস্থান ও শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন, জীবের জড়ীয় দেহ-গেহাদির সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে বর্ত্তমানে জীবের দেহ-গেহ ও সংসারের সহিত যে সম্বন্ধ বা সংযোগ দেখা যায়, তা অলীক বা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। “যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভব মৃষা। স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ।” (ভাগবত ১১/২২/৫৪ শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য)

বিদ্যা বা ভক্তির সংযোগহেতু যতই জীবের চিদাত্মবোধের বিকাশ হইতে থাকে, জীব ততই শ্রীভগবান, শ্রীভগবদ্ধাম, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় বিষয়মাত্রকেই আত্মীয় বা আমার বলিয়া বোধ করিতে থাকে ও তৎপ্রতিই আকৃষ্ট হয়। অপর পক্ষে অবিদ্যা ও অনাদি বিষয়বাসনাবশতঃ জীব যতই জড়ীয় আমি বোধ অর্থাৎ দেহাত্মবোধগ্রস্ত হয়, সেই পরিমাণে জীব জড়ীয় গেহ, বিত্ত, স্ত্রী, পুত্রাদি বিষয়মাত্রকেই আত্মীয় বা আমার বোধ করিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া থাকে।

চিৎকণ জীবের এই কৃষ্ণবিস্মৃতি ও তজ্জন্য আত্মবিস্মৃতিবশতঃই এই অনাদি বিষয়বাসনা ও তৎকারণেই অনাদি জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন—যাহা জীবাত্মার পক্ষে স্বপ্ন ব্যতীত সত্য কিছুই নহে। সংসারী জীবের পক্ষে এই অনাদি স্বপ্নই চলিয়াছে। যে দিন সাধুশাস্ত্রকৃপায় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইবে, সেই দিন অনাদি নিদ্রাচ্ছন্ন জীবাত্মার যথার্থ জাগরণ ঘটিবে। **(সেই স্বরূপে জাগ্রত জীবই বুঝিতে পারিবে—আমার জড় জগতের জড়ীয় সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। আমি নিত্য কৃষ্ণদাস। আমার একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা—শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধান। আমার অপর কোনও প্রয়োজন বা কর্ত্তব্য নাই।)**

যাঁহাদের সংসারস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, যাঁহারা সংসারের দাস নহি—নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া নিজেদের বুঝিয়াছেন, সেই মহৎগণই হইতেছেন যথার্থ জাগ্রতজীব। **জাগ্রত ব্যক্তি ব্যতীত, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে আর কোন নিদ্রিত ব্যক্তিই জাগ্রত করিতে পারে না।** তাই একমাত্র মহৎগণের—ভাগবতগণের সঙ্গ, কৃপা ও সেবাদি ভিন্ন অনাদি নিদ্রিত ও সংসারস্বপ্নগ্রস্ত বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে—জাগরণের অপর উপায় নাই। সেই মহৎ-সঙ্গ হইতে সঞ্জাত শ্রীনাম-রূপ-গুণ-

লীলারূপ শ্রীহরিকথার চিত্তে সংস্পর্শ হইলেই তাহা হইতে শুদ্ধভক্তিরূপ জীবাত্মার জাগরণের একমাত্র উপায় লভ্য হইয়া থাকে। হরিকথার মধ্যে আবার শ্রীহরিনামই সর্ব্বপ্রধান। "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন"।

"মহৎসঙ্গে হরিনাম"—ইহাই বিষয়বাসনাদিশূন্যা শুদ্ধাভক্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে হরিনাম ও মহৎসঙ্গ—উভয়ই জগতে সুদুর্লভ থাকায়, ভক্তিলাভ বা ভক্ত হওয়া জগতে অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাই "কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"। অতীত কোন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রহণকালে নিজ নাম শ্রীহরিনামের সহিত শ্রীগৌরহরির জগতে আবির্ভাব ঘটে। গ্রহণের ছলে সেই দিন হইতেই ব্যাপকভাবে জীবের নাম গ্রহণও শুরু হয়—নামীরই অচিন্ত্য কৃপা হইতে। (চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরহরির মুখোদ্‌গীর্ণ শ্রীহরিনাম—কৃষ্ণনাম শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রোক্ত "যুগধর্ম্ম"-রূপেই এই কলিযুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। যাহা তাঁহারই কৃপায় এত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে যে, হেলায় শ্রদ্ধায় জীব শ্রীনাম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীগৌরহরি একাধারে ছিলেন—স্বয়ং ভগবান বা পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পূর্ণতমা ভক্ত শ্রীরাধা। সুতরাং সাধু বা মহৎ- মুখোত্থিত শ্রীহরিনামাদির সংযোগলাভ সুদুর্লভ থাকিলেও শ্রীগৌররূপ মহাভগবান বা মহামহতের মুখোদ্‌গীর্ণ, 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি এই যুগের 'শ্রীনাম' গ্রহণমাত্রেই জীবের সাধুকৃপা- মহৎকৃপাদির সহিত তন্মুখোত্থ শ্রীনামাদি—হরিকথার সংযোগ-ফল, অধিকতররূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই শ্রীনাম গ্রহণে প্রেমোদয়- পক্ষে অপর কোন বিধিনিষেধ নাই—একমাত্র নিরপরাধে নামগ্রহণ ব্যতীত। (অর্থাৎ দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক নামগ্রহণ করিলেই, গ্রহণের

মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তন প্রধান) বিষয়বাসনাদি সমস্ত অনর্থ যথাক্রমে নিবৃত্তির সহিত শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গাদির (দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ—প্রথম নহে) ক্রমে প্রেমোদয় ও সংসারক্ষয় যুগপৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে—তথাপি সাধকের প্রয়োজন—শ্রীনামগ্রহণাদিসহ অনুকূল বিষয়ের গ্রহণের সঙ্কল্প ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জনেচ্ছা। অর্থাৎ ভক্তিপথের যে-সকল অনুকূল তাহা যেন আমি প্রাপ্ত হই এবং যাহা কিছু প্রতিকূল বা ক্ষতিকর তাহা যেন আমি বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারি—মনে মনে এইরূপ একটি সঙ্কল্প বা ইচ্ছা পোষণ করা। অবশ্য নিজের ইচ্ছায় ক্রিয়া বা কাজ হইবে না সত্য, তবে এইরূপ ইচ্ছাশক্তি বা জীবত্বের বিকাশ দেখিলে সেই নামই কৃপাপূর্ব্বক সেই ইচ্ছা বা সঙ্কল্প পূরণ করিবার শক্তি প্রদান করেন। নামের শক্তিতেই সাধক-হৃদয়ের সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়া ক্রিয়ায় বা কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। "আমি তৃণাদপি সুনীচ হইয়া চলিব"—এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি করিলে, নিজ ইচ্ছায় 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়া না যাইলেও সত্য ইচ্ছা থাকিলে নামই উহা শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করিয়া দেন। "আমি দশবিধ অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিব"—এইরূপ প্রতিকূল বিষয়ে বর্জ্জনেচ্ছা পোষণপূর্ব্বক শ্রীনাম গ্রহণ বা কীর্ত্তনাদি করিলে, নামেরই কৃপাশক্তির প্রেরণায়—উহা বর্জ্জনের শক্তি লাভ করিয়া কার্য্যেও পরিণত হইয়া থাকে। (কিন্তু উক্ত প্রকার সঙ্কল্প না রাখিয়া কেবল 'নামই যাহা ভাল হয় করুন'—এইরূপ ঔদাসীন্য-লক্ষণে ভজন করিলে—এইরূপ নৈপুণ্যহীন ভজনের দ্বারা সুফল লাভ করা যায় না। তাহা হইলে শ্রীনাম মনে করেন—ইহার (সাধকের) যখন ইচ্ছাশক্তি নাই তখন এই ব্যক্তি জড়বস্তু। জড়বস্তুরই কোন ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং জীবমাত্রের যখন ইচ্ছা করিবার

ক্ষমতা আছে—তখন সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ না করা ইহা জড়ত্বের সামিল। জীবের জন্যই সাধনা ও সিদ্ধি। জড়ের জন্য কোনও সাধনা নাই।) অতএব অনুকূল বিষয় গ্রহণের ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনের ইচ্ছা লইয়া শ্রীনামকীর্ত্তনাদি করা আবশ্যক। ইচ্ছা বা সঙ্কল্পিত বিষয়মাত্রই আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। এইহেতু নামেরই কৃপায় সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়া সংসারবদ্ধ জীবকে যথাক্রমে সকল অনর্থ নিবৃত্তি করাইয়া শ্রীনামই ভক্তত্ব প্রদান করেন। যে ভক্তির উদয়ে জীবাত্মা প্রকৃষ্টরূপে জাগ্রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবালাভে পরম ধন্য ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়—মিথ্যা হইয়া থাকা হইতে সত্য হইয়া থাকে।

প্রাকৃত বা জড়বিষয়মাত্রেই দোষদুষ্ট ; ইহাতে গুণের কিছুই নাই। চিন্ময় বিষয় মাত্রই অশেষ গুণযুক্ত,—ইহাতে দোষের লেশভাগও নাই। তবে যে লোকে জড়বিষয়েও গুণ দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, ইহাকেই 'মোহ' কহে। দোষে গুণ দর্শনের নামই 'মোহ'। এইহেতু শ্রীভগবান, ভগবদ্ধামাদি অপ্রাকৃত চিন্ময় বিষয়ের কেবল সত্য, নিত্য, অমৃত, আনন্দ, অনন্তাদি গুণসকল চিন্তা করিবার সঙ্কল্প করা আবশ্যক। অপরপক্ষে, সমস্ত জড়বিষয়ে কেবল দোষদৃষ্টির অভ্যাস করিবার সঙ্কল্প থাকা উচিত। যেমন জড় বস্তুতে কোন গুণ আছে—একথা যদি ধরিয়া লওয়াও যায়, তাহা হইলেও উহা অনিত্য বলিয়া সে গুণের কোন দাম নাই। যাহা নিশ্চয় থাকিবে না তাহা ভাল হইলেই বা কি, মন্দ হইলেই বা কি? উহা স্বপ্নে রাজ্যলাভের ন্যায়, তাছাড়া জড়ে ভাল দেখাটাই তার বাহ্য আবরণ বা 'মোহ'। মন্দ দেখিবার চোখ খুলিয়া যাওয়াটাই তার যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি। যেমন, 'অর্থ'—ইহা একটি জড়বস্তু।

দোষই ইহার স্বরূপ। সাধারণ মোহাচ্ছন্ন, বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তি, কেবল ইহার গুণই দর্শন করে, ইহা পাইলে, ইহা দ্বারা লোকে সংসারে খ্যাতি, মান, যশঃ, সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে পারে, 'ধনী' নামে সম্মানিত হয়—ইত্যাদি অর্থের গুণ দর্শনের নাম মোহগ্রস্ততা। আবার যে 'সাধক বিষয়ে দোষদর্শনেচ্ছারূপ প্রতিকূলতা বর্জনের সঙ্কল্প লইয়া নামকীর্ত্তনাদি করেন, শ্রীনামেরই কৃপায় তাঁহার চোখের মোহযবনিকা অপসারিত হওয়ায়, তিনি দেখিবেন—এই অর্থরূপ বিষয় কি বিষময়। ইহা দ্বারা লোকে যে সুখ-সম্পদ ভোগ করে তাহা সমস্তই নশ্বর। অনিত্য সুখ—ইহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। তাহা ছাড়া ইহা গৃহে থাকিলে দস্যু-তস্করাদির আশঙ্কা—এমন কি মৃত্যুভয়। অতি প্রিয় ভ্রাতা, পুত্র, স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতির সহিত বিবাদ ও বিচ্ছেদের ইহাই প্রধান কারণ। কোথাও যাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। অগ্নিদগ্ধে, গৃহপাতে, কিম্বা কোন সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা বিনষ্ট হইবার সর্ব্বদা আশঙ্কা—শ্রীনামেরই কৃপায় মোহ-যবনিকা সরিয়া যায় বলিয়া জড়বিষয়ে এইরূপ দোষদর্শনে সমর্থ হইলে তৎপ্রতি বিরাগ বা অনাসক্তি ও চিদ্বস্তুমাত্রেই গুণ দর্শনে তৎপ্রতি অনুরাগ বা আসক্তি হইতেই, ভক্তিপথের সাধকগণ সংসারপাশ বিমুক্ত ও শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কেবল কাঞ্চন সম্বন্ধেই নহে, কামিনী সম্বন্ধেও তদাসক্ত মোহগ্রস্ত জীব উহার মোহাবরণ বা কেবল বাহ্য শোভাতেই আকৃষ্ট হয় ; কিন্তু নামের কৃপায় সাধকের মোহজাল অপসারিত হয় বলিয়া—সাধকগণের দৃষ্টিতে উহার যথার্থ স্বরূপ দোষমাত্রই উপলব্ধি হয়। তাঁহাকে কেবল রক্ত, মাংস, মেদ, মূত্র, মল, অস্থি, মাংসাদি ত্বকের দ্বারা আচ্ছাদিত বুঝিয়া ইহাতে অনাসক্ত হয়েন। এইরূপ সকল জড় বিষয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। তবে জড় বিষয়

দোষময় হইলেও, যে কোন বিষয়ে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধের সংযোগ হইলে, তাহা তখন গুণধর্মই প্রকাশ করে।

অতএব, আপনার সংসারের আর্থিক উন্নতিই বলুন, বা পারিবারিক হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থাদিজনিত অশান্তিই বলুন, ইহা সমস্তই অনিত্য ও স্বপ্নবৎ মিথ্যা হইলে—ইহার কোন অবস্থার জন্যই আসক্ত বা বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। কেবল নিজ ভজনের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া ও পারিবারিক সুখদুঃখের প্রতি উপেক্ষা করিয়া—শান্তচিত্তে শ্রীনামাশ্রয়পূর্ব্বক, ভজনের অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্জনেচ্ছা মনে রাখিয়া শ্রীনামকীর্ত্তনকে প্রধান রাখিয়া ভজন করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে নামেরই কৃপায় সকল জড় বিষয়ে ক্রমশঃ অনাসক্তি আসিয়া একে একে জড়পাশ বিমুক্ত করিয়া দিবেন এবং চিন্ময় ভগবৎ-বিষয়ের গুণোপলব্ধিতে, তাহাতে আসক্তি বাড়াইয়া ক্রমশঃ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমোদয় করাইবেন। এইরূপে সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের পরম সার্থকতা সম্পাদিত হইবে—শ্রীনামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামেরই কৃপায়।

আপনার পুত্র কয়েক বৎসর পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ভগবৎকৃপায় বিষয়ভার গ্রহণে সমর্থ হইলে, তাহার উপর সকল ভার অর্পণপূর্বক, আপনি সংসার হইতে দূরে সরিয়া শ্রীধামে গিয়াও ভজন করিতে পারেন। যেমন ভক্তিপথের সাধক সঙ্কল্প করেন—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন।।" ইত্যাদি। আবার তাহাতে অসমর্থ বা অসুবিধা বুঝিলে গৃহে থাকিয়াই অনাসক্তভাবে—শ্রীনাম স্মরণপূর্ব্বক ভজন দ্বারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শ্রীনামই যথাকালে যেরূপ উপযুক্ত বুঝিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সেইরূপ সমস্ত যোগাযোগ ঘটিয়া যাইবে। ইহার জন্য আপনার নিজ চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া কিছুই

করিতে হইবে না। আপনি কেবল সঙ্কল্প লইয়া ভজন করিয়া চলিবেন। ভজনফলই আপনার সমস্ত সুমঙ্গল বিধান করিবেন। সুতরাং বৈষয়িক ব্যাপারের ভাল মন্দ উভয়ের প্রতিই অধিক আগ্রহশীল হইবেন না। কেবল ভজনকেই সত্য মনে করিয়া তাহার জন্যই উদ্যম ও উৎসাহশীল হইবেন।

(২) আপনার বর্ত্তমান ভজনরীতি অবগত হইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এইভাবে ভজন চলিতে থাকিলেই আপনি পরম মঙ্গল অবশ্যই লাভ করিতে পারিবেন—যাহাতে আপনার নাম সার্থক হইবে। কেবল তৎসহ নামাপরাধ বর্জনের ইচ্ছা ও চেষ্টা রাখিবেন এবং শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ ও অত্যাদরবুদ্ধি রাখিবেন। ইহারই নাম "নামাশ্রয়"; নামের সহিত কোন শুভক্রিয়ারই সমতা চিন্তা যেন না থাকে। শ্রীনামই সকলের উপর—এই বোধ না থাকিলে, নামাপরাধের সম্ভাবনা থাকে। যাহা হউক, আপনার ভজন ঠিক চলিতেছে। ইহার উপর ভরসা করিয়া থাকিতে পারেন।

অধিকন্তু আমি সর্ব্বান্তকরণে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আপনার পারমার্থিক সম্বন্ধীয় সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি। আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হউক—ইহাও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা দ্বারা এ সকল বিষয় যেরূপ সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার সুবিধা হয়, পত্রালাপ দ্বারা তাহা কখনও সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ আমি বর্ত্তমানে জীবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এখন কেবল পরকালের পথের কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ ভিন্ন আমার পক্ষে অন্য কোন কিছুই চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং আমার উপর কোনরূপ ভরসা না করিয়া, আপনি যদি একান্তভাবে শ্রীনামের প্রতিই ভরসা রাখিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারই কৃপায় আপনার সকল অভীষ্টই লাভ হইবে—

জানিবেন। কোন কিছুরই অভাব হইবে না। কেবল আপনার প্রাণের, পরমার্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত আর্ত্তি ও আগ্রহের পরিচয় পাইয়াই আমি এই পত্রখানা অনেক অসুবিধার মধ্যেই লিখিলাম—জানিবেন। ইহা দ্বারা যে আপনার বিশেষ কিছু উপকার হইবে তাহা মনে করি না। শ্রীভগবান ও তাঁহার নামই আপনার সমস্ত অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার পথে সহায়তা করিবেন। আমার যাহা শেষ বক্তব্য আমার গ্রন্থ হইতেই পাইবেন। ইহা ব্যতীত আমার নিকট হইতে আপনার আর কিছু জানিবার বা পাইবার নাই। অতএব আমাকে আর যাহাতে কোন পত্র দিতে না হয়—ইহাই অনুরোধ থাকিল। অবশ্য আপনি ইচ্ছামত পত্র দিতে পারেন। তবে উত্তরহীন পত্রের কোনও সার্থকতা নাই। অধিক আর কিছু লিখিবার নাই। শ্রীগৌরগোবিন্দ-শ্রীচরণারবিন্দ-সেবনের উপযুক্ততা তদীয় শ্রীনামেরই কৃপায় লাভ করুন, ইহাই সর্বশেষ প্রার্থনা।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(৮)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
২৫/৪/১৯৬২

মঙ্গলাস্পদেষু,

আপনার ১লা বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার মেজভাইয়ের নামে পূর্ব্বে আপনার লিখিত পত্রও দেখিয়াছি।

বর্ত্তমানে নিঃসঙ্গে থাকিবার অভিপ্রায়ে আমি এখন এখানে একাই থাকি। আমার ভাই প্রায় ১মাস এখানে নাই। আমাদের দেশের বাড়ীতে আছে। এইহেতু বর্ত্তমানে আমার পক্ষে পত্রাদি লিখিবার এমনকি পড়িবার কোনরূপ অবকাশ নাই। সুতরাং, আমার কোন পত্রাদি আপনি পান বা না-ই পান, তাহার জন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের যতটুকু সামর্থ্য, আমি আপনার ভজনের মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিব। মন প্রভৃতি সকলি স্থির হয়, যদি শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজন করা যায়। এই বর্ত্তমান যুগ শ্রীনামসংকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তির যুগ। "তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।" শ্রীনামের প্রাধান্যবোধ ও সেইহেতু শ্রীনামে যতই অধিক অনুরাগ ও আদরবুদ্ধি মনে জাগিবে, ততই বিষয়-বিষজ্বালা নিবারিত হইয়া প্রাণে পরাশান্তি ও আনন্দের আবির্ভাব ঘটিবে। **শ্রীনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইলে শ্রীনামের অঙ্গীত্ব বুঝিবার প্রয়োজন। অর্থাৎ শ্রীনামই সমস্ত সাধনভক্তির অঙ্গী।** শ্রীনাম প্রসন্ন থাকিলে, তাঁহার কৃপায় তাঁহারই অঙ্গরূপে নববিধা ভক্তিই উদয় হইয়া থাকেন। অঙ্গী অপ্রসন্ন থাকিলে তাহা হইতে কোন অঙ্গের বিকাশ হয় না। সুতরাং চিত্তে আনন্দ জাগে না। বিষয়বিষজ্বালাতেই দগ্ধ হইতে হয়। এ-সকল কথা পত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে। সম্প্রতি আমার "শ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থ অবলম্বনে "শ্রীনামচিন্তামণি-কিরণকণিকা" নামে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—পাঁচ টাকা, আমার গ্রন্থে যাহা উক্ত হয় নাই, তদ্সমুদয় অতি—বিস্তারপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। আপনি কোনপ্রকারে ঐ পুস্তক ১খানি কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনাইয়া যদি উহা বিশেষ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া পাঠ করিতে

পারেন, তবে আমার বক্তব্য সকল বিষয়ই উহা হইতে জানিতে পারিবেন। আর আমার সহিত পত্র আদান-প্রদানের প্রয়োজন হইবে না। উক্ত গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা নিম্নে লিখিয়া দিলাম। চেষ্টা করিয়া দেখিবেন যদি উহা সংগ্রহ করিতে পারেন।

ঠিকানা ঃ শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। শ্রীপাট-পরাগ
১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড।
কলিকাতা-৫০
168/2, South Sithee Road, Cal-50

আশীর্ব্বাদ জানিবেন।

শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(৯)
শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
২০/৪/১৯৬৩

মঙ্গলাস্পদেষু—

আপনার ২রা বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। **ভজনকুশল না থাকিলে অনিত্য সংসারের অপর কোন কুশলই কুশল নয়।** সুতরাং আপনার পত্রে ভজনের বিঘ্ন ঘটিবার সংবাদে চিন্তিত হইলাম। শাস্ত্রোক্ত চতুর্বিধ অনর্থ হইতে ভজনের বিঘ্ন ঘটিবার কথাই জানা যায়। তাছাড়া বর্ত্তমানে

কালপ্রভাবও ভজনের একটি বিশেষ বিঘ্ন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। এই বিশেষ কলিযুগে প্রথম কলিতেই শেষ কলির লক্ষণ প্রকাশ হওয়ায়—, এই বিশেষ অনর্থ-জন্যই প্রায় সকল ভজনশীল ব্যক্তির পক্ষেই কোন না কোন প্রকারে উদ্বেগের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। পূর্ব্বে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই নিরুদ্বেগে লোক ভজন করিতে পারিতেন ; কিন্তু বর্ত্তমানে কালপ্রভাবে সর্ব্বত্রই তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আপনার পক্ষেও হয়তঃ এই প্রতিকূল প্রভাবের অন্যথা হয় নাই। অবশ্য চতুর্বিধ শাস্ত্রোক্ত অনর্থের মধ্যে "নামাপরাধ" ঘটিলেও ভজনশৈথিল্য ঘটিতে পারে। সে যাহা হউক, ইহার প্রতিকার বিষয়ে (উক্ত উভয় প্রকার অনর্থের জন্যই) একমাত্র প্রাণখোলা উচ্চ শ্রীনামসংকীর্ত্তন মাত্রই শাস্ত্রের ব্যবস্থা দেখা যায়। নামাপরাধ ঘটিলেও, কেবল শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারাই উহার নিবৃত্তি হইতে পারে। কালপ্রভাবে হইলেও শ্রীনামসংকীর্ত্তন (একাশ্রয়পূর্ব্বক) ব্যতীত উহার অপর ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

"হরিনাম পরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
স এব কৃত কৃত্যশ্চ ন কলির্বাধতে হিতান।।"

(ভক্তিরহস্য-কণিকা ৪৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

আশ্রয়পূর্ব্বক সেই শ্রীহরিনামের ভজনমধ্যে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।" ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের মুখের উক্তি।

যাহা হউক আমার মনে হয় কেবল জপকালেও উদ্বেগাদিজনিত চিত্তবিক্ষেপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিশেষ নিয়ম এবং দৃঢ়তা রক্ষাপূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাণখোলা শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতে পারিলে ভজন বিষয়ে যে সকল অনর্থ উপস্থিত হইতেছে তাহা বিদূরিত হইয়া পুনরায় ভক্তি ও ভজন বিষয়ে চিত্ত নিষ্ঠিত ও আসক্ত হইবার

বিশেষ আশা করা যায়। অবশ্য প্রাণখোলা কীর্ত্তন ২/১ দিনেই আসিবে না। উক্ত কীর্ত্তন-অভ্যাস অপতিত নিয়মে নিত্য করিতে পারিলেই কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণখোলা কীর্ত্তন আসিয়া যাইলেই বুঝিবেন অনর্থের নিবৃত্তি হইয়াছে। তখন এই নিয়মনিষ্ঠা সারাজীবন চালাইয়া যাইবেন। শ্রীনামসংকীর্তন হইতে বর্ত্তমান যুগে অপর শ্রেষ্ঠ কোন ভজন নাই। এই নির্দ্দেশ অন্ততঃ ২/৩ মাস পালন করিয়া ফলাফল জানাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আপনার অনর্থনিবৃত্তি ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনে উল্লাস জন্য প্রার্থনা করি। অপর সংবাদ এক প্রকার কুশল। আশীর্ব্বাদ জানিবেন।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(১০)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
১৪/১১/১৯৬৩

মঙ্গলাস্পদেষু—

আপনাকে বিজয়ার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। আপনার ৫ই কার্ত্তিক তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া, আপনার ভজনাদির বর্ত্তমান অবস্থা সমস্ত অবগত হইয়াছি। নানা কারণে পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ায় দুঃখিত। সে যাহা হউক আপনার ভজন সম্বন্ধে যেটুকু বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে আমার মনে

হইতেছে এই যে, আপনার চিত্তে ভজনের আবশ্যকতাবোধ ও ভজননিষ্ঠা—প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিলেও, নিরপেক্ষভাবে ভজনের সৌভাগ্য না থাকায়, ভজন বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব হইতেছে না। সংসারসম্বন্ধই জীবের সর্ব্ববিধ বন্ধনের কারণ। বিষয়সম্বন্ধই ভজনশীল জীবের পক্ষে বিষস্বরূপ। আপনি নিজে অনেকটা বিষয়-সম্বন্ধশূন্য হইলেও, আপনার সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দের বিষয়ব্যাপারের সহিত আপনার অপেক্ষা থাকায় তাহাদের সেই বিষয়-বিষের প্রভাব—ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা আবর্জ্জনা বা মলিনতা আসিয়া আপনার নির্ম্মল চিত্তে নিয়ত প্রবিষ্ট হওয়ায়, ইহা দ্বারা আপনার চিত্ত মার্জ্জিত হইয়াও মলিনতার সংযোগ ও স্থির হইতে যাইয়াও অস্থির হইয়া পড়িতেছে। শ্রীনামের প্রভাবে আপনার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠিতে চাহিলেও, পরক্ষণে ঐ সকল বিষয়-সম্বন্ধের আবর্জ্জনা আসিয়া আপনার চিত্তের মলিনতা সম্পাদন করিয়া দিতেছে। এই কারণেই আপনার ভজনপথে অগ্রসর হওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত অতস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ।।

(ভাঃ ১১/২১/১৮)

অর্থাৎ বিষয়-সংযোগ হইতে যে পরিমাণ নিবৃত্ত হওয়া যায়, সেই পরিমাণ মায়াপাশ মুক্ত হওয়া যায়, এই প্রকারে একে একে সংসার-বন্ধন বা বিষয়সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারাই শোক, মোহ, ভয়নাশের প্রকৃষ্ট উপায়।

যেমন নির্ম্মল জলাশয়ে খাতরূপ সংযোগ দ্বারা দূষিত জল প্রতিনিয়ত প্রবেশ করিলে উহার নির্ম্মলতা ব্যাহত হয়, সেইরূপ ভজনশীল ব্যক্তির পক্ষে নিজে শ্রীনামের কৃপায় ক্রমশঃ বিষয়-

বাসনা দূরীভূত হইয়া অবিষয়ী হইলেও বিষয়ীদিগের সহিত সংযুক্ত থাকিলে,—সেই বিষজল দ্বারা,—ভজনশীল অবিষয়ীর চিত্তও কলুষিত, ভয়, ভাবনা, উদ্বেগাদির দ্বারা আলোড়িত হইয়া থাকে। ভজনের ফল সত্ত্বর লাভ করা সম্ভব হয় না।

এইহেতু বিষয়ব্যাপার অথবা বিষয়ীদিগের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া, নিরপেক্ষভাবে ভজন করাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—বহুলভাবে। তবে যে-সংসার ভগবানেরই বোধ করিয়া তাঁহার অধীন নিজেদের মনে করিয়া, কর্ত্তৃত্ববোধ পরিহারপূর্ব্বক, অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে সংসারধর্ম্ম পালন করা হয়, সেরূপ সংসারের সহিত সংযোগ থাকিলেও, তাহাতে ভজনের বিঘ্ন হয় না।

নবদ্বীপে—আপনার ভাই এর বিপদ, বিঘ্নাদির বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি। বিশেষতঃ বাহিরের ঘটনার কোন সংবাদই আমি রাখি না। সংবাদপত্র এই আশ্রমে পাঠ করা হয় না। সে যাহা হউক, আপনার পত্রে যেটুকু বুঝিলাম, তাহাতে এই ঘটনার জন্য অন্ততঃ ১বৎসর কালব্যাপী আপনাকে উদ্বেগে কাটাইতে হইতেছে। এইরূপ ঘটনা ভজনের বিশেষ প্রতিকূল বলিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ বিষয়-সংযোগ হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না থাকিতে পারিলে, নিজে বিষয়ী না হইলেও—বিষয়ের বিষপ্রবাহ সমস্তই নিজেকে ভোগ করিতে হয় এবং তাহাতে ভজনের উন্নতি অনুভূত হওয়া সম্ভব নহে।

কিভাবে আপনি উক্ত প্রকার বিষয়সম্বন্ধ-সংযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহার কিছুই আমার বোধগম্য নহে। তাই একমাত্র সর্ব্বসমর্থ ও অভিন্নাত্মা শ্রীনাম ও শ্রীনামীর চরণে প্রার্থনা করি—তথাপি তাঁহারই অচিন্ত্য কৃপায় যেভাবেই হউক সংসার-সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া—নিরপেক্ষভাবে শ্রীধামে সাধুগণের সঙ্গে অবস্থান করিয়া

প্রকৃষ্ট ভজন দ্বারা, শ্রীগৌরগোবিন্দচরণে প্রেমভক্তি লাভ করুন। ইহা ছাড়া আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের আর কিছু বলিবার বা সাহায্য করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে অসমর্থ হইলেও অন্ততঃ আপনার ছেলে উপযুক্ত হইয়া সংসারভার গ্রহণপূর্ব্বক যদি আপনাকে গৃহশৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিতে শ্রীভগবৎকৃপায় কোনদিন সমর্থ হয়, তখন আপনি নিরপেক্ষভাবে ভজন করিতে পারিলেও আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে, ইহাও আশাকরি।

যাহা হউক, শ্রীনামের অচিন্ত্যকৃপা—'তিনিই' জানেন। তবে শেষ পর্য্যন্ত আপনি শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে সম্ভবতঃ শুভফল প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমানে আমার পক্ষে আর অধিক নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব নহে জানিবেন।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(১১)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
২৮/১/১৩৭১

পরমমঙ্গলাস্পদেষু—

আপনাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। আপনার ১লা বৈশাখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি ও আপনাদের কুশলসংবাদ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে

পারিয়াছি। শ্রীনামসংকীর্ত্তন এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুটা রুচিকর হইতেছে ইহা সুসংবাদ। নামাপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে করিতে নামের কৃপায় সঞ্চিত অপরাধ যতই ক্ষয় হইবে, ততই অধিকতর সংকীর্ত্তনের সুযোগ ও ইচ্ছা হইবে এবং শ্রীনামে রুচি অনুভূত হইতে থাকিবে। সম্পূর্ণ অপরাধশূন্য হইলে শ্রীনামীর ন্যায় শ্রীনামও মধুরাদপি মধুর বোধ হইবে,—এবং তৎকালে সমস্ত বিষয়রস বিরূপ হইয়া যাইবে। যাহা হউক, আপনার প্রতি শ্রীনামের কৃপা উপলব্ধি করিয়া সুখী হইলাম। আশাকরি, শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজনের দ্বারা আপনি বিষয়-বিষানল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া একদিন পরমানন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইতে পারিবেন।

শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা করি—আপনার ভজন সিদ্ধ হউক, ও আপনি তাঁহার কৃপায় বিষয়সেবা ছাড়িয়া তদীয় নিত্য সেবকরূপে নির্ব্বাচিত হউন। শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানিবেন।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(১২)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
২৪/৪/১৯৬৮

মঙ্গলাস্পদেষু—

আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিলাভের জন্য আপনার অন্তরের

লালসার পরিচয় নিরন্তরই পাইয়া থাকি। লালসাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র মূল্য। তাই আশাকরি যেভাবেই হউক, আপনি একদিন তদীয় রাতুল চরণে অমূল্য ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। অবশ্য শ্রীনামসংকীর্ত্তনই এই যুগে এই লালসা বর্দ্ধনের পরম উপায়। এবং উহা যতদূর সম্ভব নিরপরাধে গ্রহণীয়। এ সমস্ত বিষয় আপনার উত্তমরূপেই জানা আছে। সুতরাং অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা করি, যেভাবেই হউক আপনার অভীষ্ট তিনি পূর্ণ করুন।

আমি জরাতুর অবস্থা ও জীবনসন্ধ্যায় উপস্থিত। এই শেষ অবস্থায় একমাত্র পারের চিন্তা ব্যতীত অপর কোন চিন্তা বা কার্য্যের অবসর নাই। এইহেতু পত্রাদি লেখাও বিশেষ অসুবিধা। সেজন্য দুঃখিত। কোনরূপে এই কয়েক ছত্রে শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আপনার পত্রে ঠিকানা না থাকায় অসুবিধা হইয়াছে। অনেক স্মরণ করিয়া ঠিকানা লিখিলাম। ঠিক হইল কিনা পাইলে বুঝিবেন।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(১৩)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
৩০/৪/১৯৬৯

মঙ্গলাস্পদেষু—

আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গের সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া শ্রীগৌরচরণে আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

আপনি তদীয় শ্রীনামাশ্রয় করিয়া যখন একান্তভাবে অবস্থান করিতেছেন,—আপাততঃ ভাল মন্দ যাহাই হউক, শ্রীনামের কৃপায় একদিন মঙ্গলোদয় অবশ্যই হইবে, শ্রীনামে অবিচলিত থাকিয়া যথাশক্তি ভজন করিতে থাকুন। তাঁহার কৃপায় শেষ ভাল অবশ্যই হইবে। বিশ্বাসের হাল ছাড়িবেন না, সংসারের কোন দুর্বিপাকে। তাহা হইলে শেষ ভাল অবশ্যই হইবে।

আপনি সকলই অবগত। এ-বিষয়ে অধিক লেখার কোন প্রয়োজন মনে করি না।

জরাতুর অবস্থায় কখন আছি কি নাই—কিছুই ঠিক নাই।

শ্রীগৌরচরণে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই সক্ষম নহি। পুনরায় আশীর্ব্বাদ জানাই।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

(১৪)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ

৩/২/১৯৭০

পরমমঙ্গলাস্পদেষু—

আপনার পত্র অনেকদিন পরে পাইয়া এবং তাহাতে আপনার অসুস্থতার বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বিপদ আপদ মানুষের কর্মফলে ও যথাকালে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহা কেহ উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। উহার প্রতিকার বিষয়ে যথাসাধ্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হয়। তবে যাঁহারা সংসারের বাহিরে থাকিয়া একান্তভাবে ভজনে নিবিষ্ট আছেন, কাহারও অপেক্ষা নাই, সেই ঐকান্তিক ভজনশীলের পক্ষে আধি-ব্যাধি আসিলে তাঁহারা প্রতিকার-চেষ্টা না করিয়া মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন এবং তদবস্থায় ঐরূপ হওয়া সম্ভব ও প্রয়োজন। এই অবস্থা সিদ্ধ ভক্তির লক্ষণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধক অবস্থায় ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে, উহার প্রতিকার-চেষ্টা অবশ্যই কর্ত্তব্য। যেহেতু ব্যাধিগ্রস্ত শরীর লইয়া ভজনে মন নিবিষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং, ভজনের আনুকূল্য জন্য যথাসাধ্য ব্যাধির প্রতিকার-চেষ্টা করা আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য।

আমার মনে হয় ফরিদপুরে সেরূপ সুযোগ্য চিকিৎসক নাই যিনি সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করিতে পারিবেন। রোগ চিকিৎসার পূর্ব্বে সুনির্ণয় হওয়া আবশ্যক। অতএব আমার বিবেচনায়, আপনি যদি নবদ্বীপ আসিয়া আপনার অগ্রজের ভবনে থাকিয়া এখানকার চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবার পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা

আছে মনে না করেন, তবে অবিলম্বে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। আশাকরি, অল্পদিনের মধ্যেই সুচিকিৎসায় উহা আরোগ্য হইতে পারিবেন। আপাততঃ উচ্চ সংকীর্ত্তন না করিয়া মানস জপ অথবা মনে মনে নাম কীর্ত্তন বা স্মরণ করাই শ্রেয়ঃ হইবে। যেহেতু শ্রীনাম স্মরণেও সমপ্রভাব বিস্তার করেন। "নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ" ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ।

মনুষ্যজন্ম যদি ভজনেই সার্থক হয়, তাহা হইলে সেই ভজনোপোযোগী দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত রাখিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া যে প্রকারেই হউক আরোগ্য চেষ্টা করিয়া, তদ্বারা পুনরায় ভজন সিদ্ধ করাই বিবেকী ব্যক্তির কার্য্য। আপনার অসুখ উপস্থিত এমন কিছু মারাত্মক হয় নাই। সুতরাং কোন প্রকার হতাশ ও নিরুৎসাহ না হইয়া উক্ত প্রকারে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীনামপ্রভু ও শ্রীগৌরচরণে আপনার আরোগ্য ও ভজনকুশলের জন্য প্রার্থনা করি।

আমার বয়সের অন্তিম অবস্থা। জরাতুর দেহ। কখন জীবনদীপ নিভিয়া যায়, কিছুই স্থিরতা নাই। সুতরাং এ অবস্থায় পারের চিন্তা ছাড়া অপর কোন চিন্তা বা কর্ম্মের অবকাশ নাই। তথাপি আপনার ন্যায় ভজনশীল ও পরমার্থপ্রয়াসী বৈষ্ণবের উক্ত বিপদের কথা অবগত হইয়া, উহার প্রতিকারবিষয় শ্রীগৌরকৃপায় যাহা প্রেরণা পাইলাম, তাহাই আপনাকে জানাইলাম। আপনি এখন সমস্ত বিবেচনা করিয়া, যেরূপ কর্ত্তব্য মনে করেন, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযুক্ত বিদ্যালঙ্কারজী এখন জাতীয় বিদ্যালয়ের নিকট শ্রীযুক্ত সতীশ মাষ্টারের ভবনে থাকেন। পূর্ব্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। অপর সংবাদ এক প্রকার। আপনার জন্য চিন্তিত

রহিলাম। যাহা সুব্যবস্থা করেন, যথাসময়ে জানাইলে সুখী হইব। পুনরায় শুভেচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

পুঃ যদি চিকিৎসার জন্য নবদ্বীপ আসিবার বিশেষ কোন অসুবিধা থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ স্থানীয় চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইবেন।

(১৫)

শ্রীগৌরহরি।।

শ্রীনবদ্বীপ
১৮/১১/১৯৭০

মঙ্গলাস্পদেষু—

আপনার ১৬ই কার্ত্তিকের লিখিত পত্র পাইলাম। আপনি শ্রীনামকেই এই কলিযুগে মুখ্যরূপে বুঝিতে পারিয়া যখন একান্তভাবে সেই নামকেই আশ্রয় করিয়া ভজন করিবার বাসনা পোষণ করিতেছেন,—ইহা আপনার প্রতি শ্রীনামেরই বিশেষ কৃপার নিদর্শন বুঝিতে হইবে। এই নামপ্রধান কলিযুগে শ্রীনামে নিষ্ঠা ও একাশ্রয় না হইলে, অপর কোন সাধনা দ্বারা সুফল লাভ করা সম্ভব নহে। এই যুগে শ্রীনামই অঙ্গী ও অপর সাধন ও শুভাদি, নামেরই অঙ্গ। অতএব অঙ্গী তুষ্ট থাকিলে অঙ্গের শুভোদয় অনিবার্য্য। তাই

শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই এই যুগের পরম উপায় ও একাধারে পরম সাধ্য ও পরম সাধন জানিবেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের নির্দ্দেশ—

"সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যা কিছু মঙ্গল।
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ।।"

সেই শ্রীনামে যখন আপনার বিশ্বাস গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইতেছে—ইহা হইতে আপনি পরম মঙ্গল লাভ করিবেন—ইহাই বিশ্বাস।

আমার বর্ত্তমানে শারীরিক অবস্থা পত্রাদি আদান-প্রদানের আর উপযোগী নহে। আমার পক্ষে যাহা কিছু জানাইবার পূর্ব্বেই সমস্ত জানাইয়াছি। আর অতিরিক্ত কিছুই বলিবার নাই। আপনিও তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, ইহাও আপনার পত্রে বুঝিতে পারিয়া সুখী হইয়া থাকি। এখন শ্রীনামই আপনাকে শুভোদয়ের পথে পরিচালনা করিবেন, ইহাই বিশ্বাস। আমি আর কোন পত্রাদি লিখিতে অক্ষম হইলেও, আমার সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবেন না। পুত্রকন্যাদির ভবিষ্যৎজীবন নির্ব্বাহের জন্য আপনার কর্ত্তব্য-অনুরূপ যেরূপ ব্যবস্থা সমীচীন হয় তাহা সুসম্পন্ন করিয়া—তাহার পর আপনি শ্রীধামে একান্তভাবে ভজনের জন্য প্রেরণা পাইলে আসিতে পারেন।

এই সংসারে মৃত্যুর ন্যায় নিশ্চিত অপর কিছু নাই। কিন্তু আয়ুষ্কালের ন্যায় অনিশ্চিত অপর কিছুও নাই। মুমূর্ষু ব্যক্তিও হয়তো আরোগ্য লাভ করে। সুস্থ ব্যক্তিকেও সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং, আমার শারীরিক অবস্থা যতই অসুস্থ হউক—আয়ুষ্কাল অনিশ্চিত। আপনি আসিবার পথেই আমার দেহ ত্যাগ হইতে পারে। আবার আপনি আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া ২/১ বৎসর পরে আসিলেও হয়ত আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ

হইতে পারে। সুতরাং, ইহার জন্য কোনরূপ ব্যস্ত না হইয়া আপনার সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনান্তে, শ্রীগৌরগোবিন্দের নাম লইয়া সংসারের বাহির হইতে পারেন—একান্ত ভজনের জন্য। সাংসারিক কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া না আসিতে পারিলে, উহার জন্য চিন্তা থাকিলে, ভজনে মন একনিষ্ঠ হইবে না। এইজন্য এই সকল কথা জানাইলাম।

আমার কাছে যেটুকু আপনি নির্দ্দেশ পাইতে পারেন, তাহা সমস্তই দেওয়া হইয়াছে, আর নূতন কিছু বলিবার নাই।

শ্রীগৌরচরণে আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল এবং নামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজনকুশলের জন্য প্রার্থনা করি। আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

ইতি
শুভার্থী
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য

নামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন শুধু তাই নয়, এক বিরল আদর্শের ভজনশীল সিদ্ধ মহাত্মা ও দরদী আচার্যরূপে বহু প্রবৃত্ত ভক্তের জীবনপথের দিশারীও ছিলেন। তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসীর আদর্শস্বরূপ এবং সমকালেই এক আদর্শ, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্নেহপরায়ণ গৃহকর্তাও ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই উভয় আদর্শের তিলমাত্র বিচ্যুতি কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ ছিল, গৃহস্থ সাজবে কিন্তু গৃহমেধী হবে না। সাধু হবে কিন্তু সাধু সাজবে না। এরূপ হলে এই ঘোর কলির প্রভাবের মধ্যে ভজন রক্ষা করা সহজ হবে।

তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদকুলে (শ্রীল ঠাকুর কানাই-প্রভুর ত্রয়োদশ অধস্তন) অবতীর্ণ কুলপ্রদীপস্বরূপ। বর্তমানের অনেক বিশিষ্ট ভজনপরায়ণ ব্যক্তি তাঁকে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ বলেই মনে করতেন। তাঁর পিতামহের নাম শ্রীল মনোহর গোস্বামী, যিনি ছিলেন এক পরম বৈষ্ণব। নদীয়া জেলার মাজদিয়ার সন্নিকটে ইছামতী নদীর তীরে ভাজনঘাট নামক বৈষ্ণবপ্রধান গ্রামে ছিল তাঁর নিবাসভূমি।

পিতৃদেব কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ., এল্. এম্. এস্., এক বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাংলায় তিনিই প্রথম

মেডিকেল গ্রাজুয়েট যিনি চিকিৎসাব্যবসাকালে সমান্তরালভাবে কবিরাজী চিকিৎসাও করতেন এবং নিজের নামের পূর্বে ডাক্তারের চেয়ে কবিরাজ পরিচিতিই অধিক পছন্দের ছিল তাঁর। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উপর তাঁর গবেষণাপত্রগুলি শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও (জার্মানীতে) প্রশংসা অর্জন করেছিল। হিন্দুশাস্ত্র, বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্যসমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ প্রায় ৩০টি পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন তিনি। তৎকালীন বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তিনি লোকহিতের জন্য একযোগে কাজ করেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, নাটোরের রাজা, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, শ্রীগণনাথ সেন, শ্যামাদাস কবিরাজ, ডঃ ললিত ব্যানার্জী, অধ্যক্ষ শ্রীহেরম্ব মৈত্র প্রভৃতি তাঁর গুণগ্রাহী, হিতৈষী ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তিনি বাংলায় (কলিকাতায়) সর্বপ্রথম আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে মাত্র ৫৪ বছর বয়সেই তাঁর অকাল প্রয়াণ ভবিষ্যতের আরও জনস্বার্থের হিতকর ফললাভের সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটায়।

তাঁরই সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী। প্রভুপাদের পূণ্য আবির্ভাবতিথি হ'ল—কার্ত্তিকী অমাবস্যা, রবিবার, কালীপূজার দিন সন্ধ্যা, ১২৯৮ সাল, ইংরাজী নভেম্বর, ১৮৯১। মহাপ্রয়াণতিথি—শ্রাবণী কৃষ্ণা নবমী, ১৩৮২ সাল, ইং ১লা আগষ্ট, ১৯৭৫ সাল।

প্রভুপাদের সম্যক্ বংশ ও ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে শতঞ্জীব বৈষ্ণবচূড়ামণি পণ্ডিত শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের লিখিত ভূমিকা, যা গোস্বামিপ্রভুর প্রথম গ্রন্থ "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্মে" বিধৃত আছে, তারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হ'ল—

"পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বাঙ্গলার পল্লীবিশেষে সময়ে সময়ে যে সকল মহানুভব মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বক্ষ অলঙ্কৃত করিতেন, সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের সমুজ্জ্বল প্রভায় নরনারীগণের হৃদয় উদ্ভাসিত করিতেন, প্রেমভক্তির যমুনা-জাহ্নবী-প্রবাহে ত্রিতাপতাপে প্রতপ্ত নরনারীগণের হৃদয় অভিষিক্ত করিতেন, আদর্শ চরিত্রের সুস্নিগ্ধ কিরণচ্ছটায় নরনারীগণের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার প্রভাব সংস্থাপন করিতেন, এই গ্রন্থকার শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী, সেই সকল মহাত্মারই একতমের সর্ব্বগুণান্বিত সুযোগ্য বংশধর।

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে যে সকল মহাত্মার নাম ভক্তিভরে গৃহীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্রীসদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস ও তৎপুত্র শ্রীকানু ঠাকুর বা ঠাকুর কানাই, এই পুরুষত্রয়ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদরূপে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সম্পূজিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগের পরিচয় দৃষ্ট হয়।

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়।।
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ-সনে।।
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ; আদি—১১ পঃ)

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে 'ভক্তামৃত' নামক উত্তর খণ্ডে নির্ণীত হইয়াছে—শ্রীহরিভক্তসকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ ভক্ত ; এতাদৃশ পাণ্ডবগণ হইতেও কোন কোন যাদব শ্রেষ্ঠ,—আবার সমস্ত যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ ; উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী ; যেহেতু শ্রীমদুদ্ধব মহাশয়ও সেই ব্রজদেবীগণের শ্রীচরণধূলি প্রার্থনা করেন ; আবার এতাদৃশ ব্রজরামাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন,—

তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ।।

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ, ৪/১)

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানা যূথেশ্বরীদিগের মধ্যেও শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। যাঁহাদিগের যূথমধ্যে কোটি কোটি গোপী ছিলেন।

এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত-বল্লভা বলিয়া, একমাত্র শ্রীরাধিকাই সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি।

আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীল সদাশিব কবিরাজকে পূর্ব্বলীলার সেই চন্দ্রাবলীরূপেই নির্ণীত দেখিতে পাই,—

'চন্দ্রাবলী প্রাণতুল্যা কবিরাজঃ সদাশিবঃ।' (অনন্তসংহিতা)

'পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়াপরা।
অধুনা গৌড়দেশেঽসৌ কবিরাজঃ সদাশিব।।'

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—১৫৬)

শ্রীল সদাশিব করিরাজের পুত্র শ্রীল পুরুষোত্তমদাসও পিতার ন্যায় বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিভাজন ছিলেন। শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের সহচর—দ্বাদশ-গোপালরূপে বিখ্যাত যে

কয়েকজন মহাত্মা এই বঙ্গদেশে নাম ও প্রেমের বিশাল প্লাবন আনিয়াছিলেন, শ্রীল পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর সেই সকল মহাত্মারই অন্যতম ছিলেন। ইনি পূর্ব্বলীলায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়সখার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 'স্তোককৃষ্ণ'-রূপে বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন—

'স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।'
(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—১৩০)

'স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম' ।। (ভক্তমাল)

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-বন্দনাকার শ্রীল দেবকীনন্দন এই শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পদাশ্রয় করিয়া পরম পবিত্র ও ধন্য হইয়াছিলেন,—ইহাও 'বৈষ্ণব-বন্দনা' গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল পুরুষোত্তমদাসের পুত্র শ্রীকানু-ঠাকুরও পিতা ও পিতামহের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদরূপেই সম্মানিত হইয়াছেন। অতি শৈশবকালে ইঁহার নাম ছিল 'শিশু-কৃষ্ণদাস'। অত্যল্প বয়সেই ইহার হৃদয়ে অলৌকিক প্রেম-মাধুর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে প্রিয়-নর্ম্মসখাগণেরই সর্ব্বোচ্চ স্থান ; 'প্রিয় নর্ম্ম-বয়স্যেষু প্রবরৌ সুবলোজ্জ্বলৌ।'—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)। শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তদীয় 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে* ইঁহাকে ব্রজের সেই উজ্জ্বলসখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

---

* শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' গ্রন্থ, হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে, নিত্যধামগত কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি-মহাশয় কর্ত্তৃক ৪২৯ চৈতন্যাব্দে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়।

'পুরুষোত্তম-সুত শিশু-কৃষ্ণদাস গোস্বামী।
উজ্জ্বল স্বরূপ অনুভবে জানি আমি।।'

ইনি কিশোর বয়সে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অনুপম নৃত্য-ভঙ্গিমার সহিত অপূর্ব্ব বংশীবাদন-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি ব্রজবাসী আচার্য্যগণ চমৎকৃত হয়েন এবং সেই সময় হইতে তাঁহাকে 'শ্রীকানু-ঠাকুর' নামে অভিহিত করেন। এই ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহোদয় তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

"কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে।
মহা অনুভব তাঁর দেখিয়াছি নয়নে ।।
সঙ্কীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদনগোপাল।
মণিহার কণ্ঠে দোলে গলে বনমাল।।
মুরলীর রবে সবার হরিলেন চিত।
ব্রজবাসী বলে কানাই হইল প্রতীত।।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি ব্রজবাসিগণ।
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা স্তবন।।
সেই হৈতে হৈল নাম 'শ্রীকানু-ঠাকুর'।
কি আর কহিব তাঁর মহিমা প্রচুর।।
এই উজ্জ্বল-সখার কৃপা কিছু যারে হয়।
সহজেই সেই জন রাধাকৃষ্ণ পায়।।"

কথিত আছে, এই নৃত্যকালে তাঁহার চরণস্খলিত নূপুর বিচ্ছুরিত হইয়া যশোহর জেলার বোধখানা গ্রামে পতিত হয় ; এই

কারণে পরবর্ত্তীকালে তিনি বোধখানা গ্রামকেই স্বীয় বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচন করেন। এখানে তাঁহাদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধা-প্রাণবল্লভবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান আছেন* এবং তাঁহার পঞ্চমদোল উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর এই স্থানে আনন্দময় উৎসবাদি হইয়া থাকে এবং তদ্দিনে আশ্চর্য্য কদম্বফুল প্রস্ফুটিত হয়।

ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামিগণের মধ্যে কেহ কেহ বোধখানা হইতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নামক যুগল বিগ্রহত্রয় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাবধি তাঁহাদিগের দ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীল ঠাকুর কানাই এই পরম প্রেম-ভক্তিসম্পন্ন পবিত্র বংশের শেষ নিত্যসিদ্ধ পুরুষ। এই নিমিত্ত 'ঠাকুর কানাই বংশীয় গোস্বামী' বলিয়াই ইঁহারা বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।...

শ্রীল সদাশিব কবিরাজ হইতে শ্রীল ঠাকুর কানাই পর্য্যন্ত একাদিক্রমে এই নিত্যসিদ্ধ পুরুষত্রয়ের আবির্ভাবেও সেইরূপ বৈদ্যবংশের গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীকানু ঠাকুরের পরবর্ত্তী সময়েও এই বৈষ্ণবকুলে অনেক পুণ্যাত্মা ও কৃতবিদ্য সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যা-গৌরবে ও ভক্তি-বৈভবে ইঁহাদের অনেকেই সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালেও এই বংশে যে-সকল স্বধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতবিদ্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে 'শ্রীকানুতত্ত্ব-নির্ণয়'-প্রণেতা ঁবিহারীলাল গোস্বামী ও ভাগবতাদি

---

* পাকিস্তানী হাঙ্গামায় স্থানান্তরিত হইয়া, বর্ত্তমানে কলিকাতায় বরাহনগরে ১৫৪ নং এস. পি. ব্যানার্জ্জি রোডে, শ্রীমৎ গৌরহরি গোস্বামিপ্রভুর বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞ ঁহারাধন গোস্বামী মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহার গীতি-কাব্যনিঃসৃত ভক্তিরস এক বিপুল আনন্দপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই স্বনামধন্য পরমশ্রদ্ধাস্পদ ঁকৃষ্ণকমল গোস্বামী মহোদয় ভাজনঘাটে এই পবিত্র বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত ঢাকায় আমার সাক্ষাৎকার হয়। আমি তখন তরুণ যুবক, তিনি প্রবীণ। তাঁহার কবি-প্রতিভায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় ; স্বপ্ন-বিলাস, বিচিত্র-বিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও ভরত-মিলনের অনেক গানই আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল ; এখনও সেই গানগুলি আমার স্মৃতিপটে বিরাজমান আছে। প্রাচীনকালের ভক্তিনিষ্ঠ সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবগণের আচার, ব্যবহার, সৌজন্য ও বিনয়, আমি নিজেও তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই গ্রন্থ-প্রণেতার পরমারাধ্য ঋষিকল্প নিত্যধামগত পিতৃদেব, কবিরাজ ঁসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি.এ., এল্. এম্. এস্., মহাশয় আমার পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভাব উপজাত হইয়াছিল। বয়সে তিনি আমার দীর্ঘকালের কনিষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্থৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, মাধুর্য্যে, বিদ্যানুরাগিতায়, ত্যাগ-স্বীকারে, সত্যনিষ্ঠায়, মিতভাষিতায়, সরলতায় ও সর্ব্বোপরি বৈষ্ণবতায় সততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইত। আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম—স্নেহ করিতাম ; কিন্তু সে স্নেহ ঠিক কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহের ন্যায় ছিল না ; উহা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-বিমিশ্র স্নেহ ছিল। আমি অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব লইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতাম। তাঁহার নিত্যধাম প্রবেশে আমি দীর্ঘকাল নিদারুণ শোকের জ্বালা অনুভব করিয়াছি।

এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমান্ কানুপ্রিয় গোস্বামী আবাল্য আমার পরিচিত। ইঁহার সত্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, মর্য্যাদা-রক্ষণ-বুদ্ধি, বাল্যকালেই বিকশিত হইয়াছিল, আমি তাহাও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ইনি এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব সমাজে এত অধিক সমাদৃত, সম্মানিত, ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সাহিত্যে এত উৎকর্ষলাভ করিয়া জগৎপূজ্য স্বীয়বংশের সম্মান-সংবর্দ্ধনে যে কৃতিত্ব লাভ করিবেন, তখন সে ধারণা করিতে পারি নাই। ইঁহার ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য, ভোগলালসা ত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইঁহার তরুণ বয়স হইতেই বিশেষরূপে বিকশিত হইয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রতম অশ্বত্থবীজে যেমন উহার মহা-মহীরূহত্বনিষ্ঠ গুণসকল লুক্কায়িত থাকে, কালে কালে ধরিত্রীবক্ষে উহা যেমন ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সুবিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়, সেইরূপ বাল্য হইতে ইঁহার অশেষ চারিত্রিক সদ্‌গুণের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতাম ; কিন্তু এই সিদ্ধ-বংশের ধারা ইঁহাতে যে এত অধিক সম্প্রসারণ লাভ করিবে, তাহা তখন অনুমানেরও অগোচর ছিল। ইনি স্কুলে, কলেজে বা কোন চতুষ্পাঠিতে শিক্ষালাভ করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জিত প্রতিভা-প্রভাবে এবং শ্রীভগবৎকৃপায় যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান-ভক্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও সে-সকল গুণ অতি বিরল। ইঁহার বাগ্মিতা-শক্তি-প্রবাহ গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহের ন্যায় অনর্গল অথচ শব্দশুদ্ধিপূর্ণ ও ভাবশুদ্ধিপূর্ণ। তাহাতে কোন প্রকার অসম্বন্ধ-ভাষিতা, উদ্দেশ্যভ্রষ্টতা, শ্রুতিকর্কশতা বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাগ্‌ব্যবহার প্রভৃতি আবর্জ্জনার লেশাভাসও পরিলক্ষিত হয় না। বক্তৃতার অনেক পরেও ভাবরসগ্রাহী সুশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে সেই বক্তৃতার ভাবপূর্ণ মধুর ঝঙ্কার বর্ত্তমান থাকে।

এখন ইঁহার লিপিকুশলতার কথা বলিতেছি। ... ইঁহার ভাষা প্রাঞ্জল অথচ সুমার্জ্জিত ; প্রত্যেক কথাই চিন্তাশীলতার পরিচায়ক অথচ লিপিনৈপুণ্যে অল্পশিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষেও সুখবোধ্য। প্রবন্ধগুলি দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ অথচ কাব্যের সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে এবং ভাষার লালিত্যে উহা পাঠকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। এই গ্রন্থের আর এক বিশিষ্টতা এই যে, গ্রন্থকার যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ভাবের নূতনত্ব এবং চিন্তার মৌলিকত্ব অতীব পরিস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাধারার এইরূপ নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব অন্যত্র অতি বিরল। অতীব সূক্ষ্মতথ্য-সম্বলিত সিদ্ধান্তগুলিও ইঁহার ব্যাখ্যান-কৌশলে জনসাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। উপমা, উদাহরণ প্রভৃতি এবং সুললিত সুমধুর ভাষার সৌন্দর্য্যে, প্রবন্ধগুলিকে পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ-যোগ্যতা-সাধনও ইঁহার এক প্রধান বিশিষ্টতা।"

প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত 'নামবিজ্ঞানাচার্য' উপাধিটি তাঁর সম্বন্ধে যথার্থরূপেই সম্প্রযুক্ত। প্রভুপাদ তাঁর দীর্ঘ জীবনে আচারে ও প্রচারে যুগধর্ম শ্রীহরিনামসঙ্কীর্তনকে শ্রেষ্ঠতম সাধন ও সর্বার্থপ্রদ বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গোস্বামিপাদগণ নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, যিনি নামমহিমার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ এবং পরবর্তীকালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্যতীত শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভুপাদের মৌলিক সিদ্ধান্তসমন্বিত গ্রন্থগুলির তুলনা বিগত ৪০০ বছরের মধ্যে একান্তই বিরল। শ্রীনাম যে অঙ্গীসাধন, শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শিক্ষাষ্টকই যে প্রকৃষ্ট নামমহিমা এবং বর্তমানে ভজনসিদ্ধির একমাত্র উপায় যে সম্যকরূপে শ্রীনামাশ্রয় করা এই

সকলই ভজনজগতে তাঁর অনন্য অবদান। ভক্তি ও সাধন বিষয়ে তাঁর অপর গ্রন্থগুলিও সমানভাবেই উজ্জ্বল।

আমরা প্রভুপাদের সম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশনা-ব্যাপারে একান্তই আগ্রহী, শ্রীভগবানের ইচ্ছাসাপেক্ষে এবং ভক্তজনের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছাসাপেক্ষে তা ভবিষ্যতে সম্ভব হলেও হতে পারে।

ভক্তপ্রবর

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মতাদর্শে বিশ্বাসী অনুরাগী ভক্তবৃন্দের মধ্যে স্পষ্টতঃ দুইটি শ্রেণীভেদ দেখা যায়। একদল নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত বা ত্যাগী বৈষ্ণব, অপর শ্রেণী গৃহস্থ ভক্ত বলে পরিচিত। মহাপ্রভুর লীলাকালেও, তাঁর অন্তরঙ্গ পার্যদগণের মধ্যেও এই শ্রেণী দুইটি বিদ্যমান ছিল। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীল রূপ, শ্রীল সনাতন, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট ও রঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি তাঁর ত্যাগী পার্যদ মধ্যে গণ্য ছিলেন।

অপরপক্ষে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাসপণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, রাজা প্রতাপরুদ্র, রামানন্দ রায়, বসু রামানন্দ, শ্রীতপন মিশ্র, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পভৃতিরা মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় গৃহীভক্ত মধ্যে গণ্য।

পরবর্তীকালেও, শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভু, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যমানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি এই উভয় শ্রেণীর গৌরভক্তগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালেও শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীহরিদাস দাসজী, সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী, গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অগণিত বিরক্ত ও গৃহীভক্তবৃন্দ পূর্বের আদর্শের অনুসরণে ভজন ও প্রচারাদি কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

শতসহস্র গৌর-অনুরাগীর ত্যাগ, সংযম, ভজনানুরাগ, বিষয়ত্যাগ, অনুভব প্রভৃতি বিষয়ের যথাযথ বিবরণ জানা বা

প্রচারবিমুখ সেরূপ ভক্তের সন্ধান পাওয়া সব সময়ে সম্ভব নয়। তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই সচরাচর অবস্থান করেন।

এমনই এক প্রচ্ছন্ন গৃহস্থ গৌরভক্ত ছিলেন শ্রীযুক্ত মঙ্গলচন্দ্র সাহা মহাশয়। তিনি ছিলেন, তাঁর পিতা সীতানাথ সাহা ও মাতা সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার বরহামগঞ্জ ডাকঘরের অধীন শ্যামাইল গ্রামে। জন্মদিন মঙ্গলবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, ইং ১০ই মার্চ, ১৯১৪ সাল।

১৯৩১ সালে বরহামগঞ্জ নন্দকুমার ইনষ্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য। পরে ১৯৩৬ সালে সরকারী বয়ন শিক্ষায়তন থেকে প্রথম শ্রেণীর উপাধি পান। ১৯৩৭-এ জুট উইভিংয়ে লন্ডন সিটি অব গিল্ডস্-এর পরীক্ষায় পাশ করেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গশ্রী কটন মিলে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে চাকুরী ছেড়ে দেশের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং কয়েক বছর Pioneer Commercial Bank-এ ক্যাশিয়ারের পদে কাজ করেন।

পরে নিজ গ্রামেই যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যৌথ ব্যবসায়ে অগ্রজের অধীনে ব্যবসাকর্মে উৎসাহের অভাব থাকায় এবং পাশাপাশি একই সময়ে আধ্যাত্মিক প্রবণতার আকর্ষণে নিজ জীবনকে ভিন্নতর ভাবে পরিচালন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নিজ মেজদাদার অনুমতিক্রমে ব্যবসাকর্মের দায়িত্ব ও চিন্তা থেকে মুক্ত হন।

তিনি ১৯৩২ সালে বিবাহ করেছিলেন। পরে তাঁর দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্রের দায়িত্বও মূলতঃ মেজদাদার উপরই সমর্পণ করেন।

তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শেষ জীবনে তিনিও জাগতিক সমস্ত বিষয় হতে সম্পূর্ণ আসক্তিহীন জীবন যাপন করেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদারতা, দায়িত্বগ্রহণ ও সহযোগিতার ফলে মঙ্গলচন্দ্র নিজ আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের প্রভূত সুবিধা পান—এ-কথা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে শেষদিন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।

কলেজ-জীবন থেকেই মঙ্গলচন্দ্র ভক্ত-মহৎগণের সঙ্গ, তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপের মধ্য দিয়ে পরমার্থপথের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন ও নিজেকে তদনুরূপভাবে প্রস্তুত ও সমৃদ্ধ করতে থাকেন। কুলগুরুর নিকট থেকে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণান্তে প্রচুর ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থসকলের অনুশীলন চলতে থাকে। তিনি সর্বভাবে নিঃসঙ্গ জীবনই পছন্দ করতেন এবং একাকী ভজনে একনিষ্ঠ থাকাতেই সমধিক আগ্রহ ছিল তাঁর। সাধনজগতে প্রকৃষ্ট পথনির্দেশ পাবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিভিন্ন সাধুগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও পত্রালাপ করতেন। কিন্তু ভজনক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ জীবনে বা কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার বিষয়ে প্রবল অনীহা ছিল। গম্ভীর প্রকৃতির জন্য স্বল্পবাক্ এই ভক্তজন প্রায় ৩৫ বছর বয়ঃক্রম কাল থেকেই নিজেকে প্রায় গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন।

পরিশেষে শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থসকল পাঠ করে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। পূর্বে কখনও সাক্ষাৎ দর্শন বা বাক্যালাপ না হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ববাংলার গ্রামের বাড়ি থেকে প্রভুপাদের সঙ্গে পত্র-মারফৎ সংযোগ স্থাপন করেন। নিজ অভীষ্ট ভজন বিষয়ে সঠিক পথ-নির্দেশিকা পেয়ে আর কারো সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। প্রভুপাদের নির্দেশিত

পথকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উপলব্ধি, বিশ্বাস ও গ্রহণ করায় তাঁহাকেই সর্বোত্তম শিক্ষাগুরু রূপে গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীহরিনামকেই আশ্রয় করা শ্রেষ্ঠতম সাধন জেনে তাহাতেই নিমগ্ন থাকেন একনিষ্ঠভাবে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

চল্লিশের দশক থেকে ইংরাজী ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার গ্রামের বাড়িতে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান ও সাধনভজনে ব্রতী থাকেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে একবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে এবং ২/৩ বার নবদ্বীপধাম ভ্রমণ করেন। পরে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৩ এই ১২ বছর, তাঁর নবদ্বীপের গৃহে একান্তি ভজনে অতিবাহিত করেন। নবদ্বীপে অবস্থানকালে, মাসের মধ্যে ২/১ দিন ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শনে এবং কয়েক দিন বাদে বাদে নিয়মিতভাবে কেবল শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রমে যাওয়া ছাড়া বড় একটা আর কোথাও যেতেন না। পরিশেষে ১৯৮৩ সালে আকস্মিক স্ত্রী বিয়োগের পর একমাত্র পুত্রের অনুরোধে বর্দ্ধমানে এসে বাস করতে থাকেন। পুত্রের সংসারে আগের মত নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ পরিবেশ না থাকায় সাধনভজন বিষয়ে হয়তো কিছু বিঘ্ন ঘটত। কিন্তু জীবনের যাত্রাপথে শ্রীহরিনামকেই একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করায় এই প্রচ্ছন্ন ভজনপরায়ণ গৌরভক্তের অন্য কোনরূপ প্রত্যব্যয় ছিল না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গোপন দান; তাঁর মহৎ মনের ঔদার্যেরই লক্ষণ ছিল।

অবশেষে, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দে (ইং ৯ই জুন, ১৯৯৬) শনিবার সামান্য কিছুকাল রোগভোগের পর তিনি সাধনোচিত ধামে প্রয়াত হন। আমরা এই বিনম্র প্রচ্ছন্ন ভক্তের স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

নামবিজ্ঞানাচার্য
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী বিরচিত গ্রন্থাবলী

১.	জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম	৫০.০০
২.	বৈজয়ন্তী প্রবন্ধাবলী	৬০.০০
৩.	শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (১ম কিরণ)	৩০.০০
৪.	শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (২য় কিরণ)	৪০.০০
৫.	শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (৩য় কিরণ)	৩০.০০
৬.	শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা	১০০.০০
৭.	শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা (হিন্দী অনুবাদ)	১০০.০০
৮.	শ্রীশ্রীরাগভক্তিরহস্যদীপিকা	৪০.০০
৯.	মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ	৮.০০
১০.	পথের গান	
১১.	শ্রীভাগবতামৃতকণা (সম্পাদিত)	১০.০০
১২.	The True Nature and Function of the Living Entity (Translation of 'Jiver Swarup o Swadharma')	$5.00
১৩.	The Dawn of the Age of Love (Translation of two articles written by Srimat Kanupriya Goswami)	$5.00

বৈষ্ণব কবি শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী বিরচিত গ্রন্থাবলী

১.	লালসামুকুল (১ম স্তবক)	
২.	লালসামুকুল (২য় স্তবক)	১০.০০
৩.	লীলামাধুরী	৪.০০
৪.	শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দলীলা-স্মরণমঙ্গল	৫.০০
৫.	প্রেমাশ্রুধারা	১৬.০০
৬.	ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি	৪৫.০০
৭.	ভক্তিকুসুমপরাগ	৫৫.০০

৮.	ভক্তিকাব্যমঞ্জুষা	৮০.০০
৯.	ভক্তিকাব্যচয়নিকা	৫০.০০
১০.	ভক্তিসিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা	২৫.০০
১১.	ভক্তিসুধালহরী	১৭.০০

---

১. ভক্তিকাব্যসঙ্কলন ৪০.০০
(শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রচিত 'পুষ্পাঞ্জলি', শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী রচিত 'পথের গান' এবং শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী রচিত 'লালসামুকুল' ১ম ও ২য় স্তবক ও 'লীলামাধুরী' গ্রন্থের সঙ্কলন)

২.	পথের গান ও লালসামুকুল (১ম স্তবক) (দুটি গ্রন্থের সঙ্কলন)	১১.০০
৩.	আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও শ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য	৫০.০০
৪.	শ্রীকানুতত্ত্ব-নির্ণয়—শ্রীমৎ বিহারীলাল গোস্বামী	২৫.০০
৫.	শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামমহিমাকীর্তন	২.০০
৬.	কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য	১২০.০০
৭.	বৈদুর্য্যপ্রবন্ধাবলী—শ্রীগৌররায় গোস্বামী	৬০.০০
৮.	ভক্তিসিদ্ধান্তপঞ্চক—শ্রীগৌররায় গোস্বামী	৮০.০০
৯.	বৈষ্ণব কবি ও সাধক শ্রীমৎ কিশোররায় গোস্বামী (সম্পাদনা ঃ মিহিরকুমার রায়)	১০০.০০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীগৌরকিশোর-শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া

শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, পাইকপাড়া
কলকাতা—৭০০ ০০২
দূরভাষ—(০৩৩) ২৫৫৮-৪০৫২